পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভুর কুমারহট্টে শ্রীবাস-ভবনে আগমন, শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের সহিত মিলন, শ্রীবাসের প্রতি বর, পাণিহাটীতে শ্রীরাঘবপণ্ডিতগৃহে বিজয়, তথায় ভক্তগণের মিলন, বরাহনগর গমনপূর্বক জনৈক ভাগবতপাঠক বৈষ্ণব-বিপ্রকে 'ভাগবত-আচার্য'-পদবী-প্রদান, পুনরায় নীলাচলে বিজয়, প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুর দর্শনার্থ আর্তি, রাজার স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নত্ব-দর্শন ও পুষ্পোদ্যানে সপার্ষদ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে রাজার প্রণতি ও কাকুবাদ; সগণ-নিত্যানন্দকে শ্রীনীলাচল হইতে গৌড়দেশে প্রচারার্থ প্রেরণ, নিত্যানন্দের গৌড়দেশে প্রেম-প্রচারণ ও পতিতপাবন-লীলা এবং শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদগণের তথা গ্রন্থকারের আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দের শেষ-ভৃত্যরূপে পরিচয়-প্রদানমুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহ হইতে শ্রীগৌরসুন্দর কুমারহট্টে শ্রীবাস-মন্দিরে আগমন করিলেন, শ্রীবাস-ভবনে প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীল বাসুদেব-দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের সহিত মহাপ্রভুর মিলনকালে শ্রীগৌরহরি বাসুদেবের মহত্ত্ব কীর্তন করিলেন। শ্রীবাস ও তদীয় ভ্রাতা 'রামাই' সংকীর্তন, ভাগবতপাঠ, বিদূষক-লীলাভিনয় এবং অশেষ প্রকারে মহাপ্রভুর পরম প্রীতিভাজন ছিলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার বিপুল পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কোনও চেষ্টা করেন না কেন? তাঁহার সংসার-নির্বাহ কিরূপে হইবে? তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন, তাঁহার অর্থের জন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না; অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। মহাপ্রভু তখন বলিলেন,---"শ্রীবাস, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর।" শ্রীবাস বলিলেন,---"আমি তাহা পারিব না।" শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,---"তবে তোমার কিরূপে পরিবার-বর্গের পোষণ হইবে"? শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া 'এক', 'দুই', 'তিন' বলিলেন। প্রভু ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস বলিলেন---"যদি তিন উপবাসেও আহার না মিলে, তবে গলায় ঘট বান্ধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণমাত্র মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,---"যদি কখনও লক্ষ্মীকেও ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য হইবে না। তুমি কি আমার গীতার বাক্য জান না যে যিনি আমাকে 'অনন্যাশ্চিন্ত' হইয়া ভজনা করেন, আমি তাঁহার 'যোগ' ও 'ক্ষেম' বহন করিয়া থাকি। বিশ্বম্ভর স্বয়ং যাহার ভরণ-কর্তা, তাহার আবার গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা কি? আমি তোমাকে বর দিলাম যে, তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলেও তোমার দ্বারে কৃষ্ণসেবার সকল সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইবে।" রামাইর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসকে নিত্যকাল সেবা করিবার জন্য মহাপ্রভু রামাইকে আদেশ করিলেন। শ্রীবাস-ভবন হইতে মহাপ্রভু পাণিহাটি রাঘবপণ্ডিতের গৃহে গমন করেন, তথায় প্রভুকে দর্শনার্থ বহু ভক্তের সমাগম হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিজের (শ্রীগৌরসুন্দরের) সহিত অভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শনার্থ রাঘব-পণ্ডিতের প্রতি গোপনে উপদেশ এবং শ্রীমকরধ্বজ করকে শ্রীরাঘবানন্দের সেবা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু পাণিহাটি হইতে বরাহনগরে জনৈক ভাগবতনিপুণ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের গৃহে আগমনপূর্বক তাঁহার ভাগবত-পাঠ-শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণকে 'ভাগবতাচার্য' পদবী প্রদান করিলেন। এইরূপ গৌড়দেশের গঙ্গাতীরস্থ প্রতি গ্রামে গ্রামে ভক্ত-মন্দিরে অবস্থান, কীর্তন-নৃত্য ও সকলের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে আগমনপূর্বক কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন শুনিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আসিলেন এবং প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বিশেষ আর্তি প্রকাশ ও প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজার আর্তি দর্শনে রাজাকে অন্তরাল হইতে মহাপ্রভুর নৃত্য-দর্শনার্থ ভক্তগণ যুক্তি প্রদান করিলেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীমুখে লালা ও শ্রীঅঙ্গে ধূলা প্রভৃতি দর্শনে রাজা মহাপ্রভুর শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারসমূহ বুঝিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে শয়ন করিলে স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গও লালাধূলায় ব্যাপ্ত। স্বপ্নে রাজা শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে জগন্নাথ রাজাকে অনুযোগ প্রদান করিয়া বলিলেন,---'কর্পূর-কস্তুরী-চন্দন-লেপিত তোমার অঙ্গ কখনও আমার ধূলালালাময় শরীর স্পর্শের যোগ্য নহে।' সেই সময় সেই জগন্নাথের সিংহাসনেই শ্রীচৈতন্যদেবকে সেইরূপ ধূলাধূসরিত অঙ্গ দেখিয়া রাজা স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীগৌরহরি প্রতাপ-রুদ্রকে বলিলেন,---''তুমি যখন আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছ, তখন আমাকে কি জন্য স্পর্শ করিবে?'' নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে রাজার মনে যৎপরোনাস্তি অনুতাপ হইল, রাজার শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীজগন্নাথ হইতে অভিন্ন বুদ্ধির উদ্রেক হইল। একদিন সপার্ষদ মহাপ্রভুর পুষ্পো-দ্যানে বসিয়াছিলেন, এমন সময় প্রতাপরুদ্র সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ছিন্ন কদলীর ন্যায় পতিত হইলেন, রাজার অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইল। রাজা মহাপ্রভুর প্রতি কাকুবাদ করিতে লাগিলেন। প্রভুও প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপাশীর্বাদ বর্ষণ ও উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে---প্রভু, রায় রামানন্দ, সার্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের জন্যই নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। রাজাকে মহাপ্রভু আরও বলিলেন যে, প্রচ্ছন্নাবতারলীল প্রভুকে যেন রাজা প্রভুর প্রকট-লীলা-কালে কোথায়ও প্রচার না করেন। প্রভু নিজ-গলার মালা রাজাকে প্রদানপূর্বক বিদায় দিলেন। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে নিত্যানন্দকে নিভৃতে ডাকিয়া গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের কথা আলাপ করিলেন এবং নিজ-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণার্থ সগণ-শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়-দেশে প্রেরণ করিলেন। গৌড়দেশ-যাত্রাকালে পথে নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর শ্রীবলদেব-শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ-বর্গের স্বতঃসিদ্ধ ব্রজভাবের স্ফূর্তি হইতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীতে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে আসিলেন, তথায় কীর্তন-বিশারদ মাধব ঘোষের কীর্তন-শ্রবণে নিত্যানন্দের অদ্ভুত ভাবাবেশ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষ্ণুখট্টার উপরে উপবেশন করিলে রাঘবপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেকোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নার্থ রাঘবপণ্ডিতকে আদেশ প্রদান করিলে রাঘবপণ্ডিত দেখিলেন যে, তাঁহার বাড়ীর অভ্যন্তরে নিত্যানন্দেচ্ছায় অসময়ে জম্বীরের বৃক্ষে কদম্বফুল ফুটিয়াছে। পণ্ডিত রাঘব সেই কদম্বের মালা রচনা করিয়া নিত্যানন্দকে পরাইলেন। কিছুক্ষণ পরে দমনক পুষ্পের গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইলে নিত্যানন্দ বলিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর দমনক পুষ্পের মালা পরিধান করিয়া কীর্তন-শ্রবণার্থ নীলাচল হইতে আগমন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ-পার্ষদগণেরও বিচিত্র প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটিগ্রামে তিন মাস অবস্থানপূর্বক ভক্তির বিবিধ বিলাস প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিবিধ অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিলেন। সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্তী গ্রামে গ্রামে ভক্তগৃহে পর্যটন করিতে লাগিলেন। শিশুগণের প্রতি কৃপাবর্ষণ করিলেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর দাসের মন্দিরে আগমন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর শ্রীগদাধর দাসের নিত্য গোপী-ভাবমূর্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীদাস গদাধর প্রভুর দেবালয়ের শ্রীবালগোপাল মূর্তি বক্ষে ধারণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমাধবানন্দের দান-খণ্ড-লীলা-গান-শ্রবণে প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। গদাধর দাসের গ্রামে দুর্দান্ত ও কীর্তন-বিদ্বেষী কাজীর বাস ছিল। একদিন প্রেমানন্দ-মত্ত দাসগদাধর প্রভু হরিধ্বনি করিতে করিতে নিশাযোগে

নির্ভয়ে কাজীগৃহে আসিয়া বলিলেন, ---'কাজি বেটা কোথায়? শীঘ্র 'কৃষ্ণ' বলুক, নতুবা তাহার মাথা ভাঙ্গিব।' কাজী গদাধরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার দুর্দান্ত বিধর্মীর গৃহে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দাস গদাধর প্রভু বলিলেন,----'শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাবতারে জগতের সকল লোক হরিনাম কীর্তন করিল, কেবল তুমি মাত্র বঞ্চিত রহিলে।' কাজি বলিলেন,---'গদাধর, আপনি বাড়ী যান, আমি আগামী কল্য 'হরি' বলিব। কাজীর মুখে 'হরি' শব্দ শুনিয়া গদাধর বলিলেন, আর কা'ল কেন? এই ত' তুমি এখনই 'হরি' বলিলে।' এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের বিভিন্ন অদ্ভুত কৃষ্ণভাবের পরিচয় কীর্তন করিয়াছেন। সপার্ষদ নিত্যানন্দ শচীমাতার দর্শনার্থ নবদ্বীপ-যাত্রা করিলেন এবং খড়দহগ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে আসিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি-পণ্ডিতের অত্যদ্ভুত প্রেম-ভক্তির বিকারসমূহ কীর্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যদাসব্রুব স্বতন্ত্র অদ্বৈতানুগাভিমানীর অসচ্চেষ্টা নিরাস করিয়া-ছেন। কিছুকাল খড়দহে থাকিয়া সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপ্তগ্রামে ত্রিবেণীঘাটে আসিয়া স্নান করিলেন এবং ত্রিবেণীর তীরে ঠাকুর উদ্ধারণের ভবনে বাস করিয়া সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচার পূর্বক সকলকে কৃষ্ণভজনে দীক্ষিত করিলেন। বিষ্ণুদ্রোহী যবনও পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ শান্তিপুর শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আগমন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীনিত্যানন্দের স্তব করিলেন এবং উভয়ে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে মহানন্দে দিবস যাপন করিলেন। শান্তিপুর হইতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া সর্বাগ্রে শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীমাতার নিকট গমন করিলেন এবং সপার্ষদে নবদ্বীপে কীর্তন-বিহার ও জীবোদ্ধার-লীলা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের পতিত-জীবোদ্ধার-লীলা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নবদ্বীপবাসী দস্যুর আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকুমার দস্যু-দলের মহাসেনাপতি ছিল। ঐ দস্যুদলপতি নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের মণিমুক্তাযুক্ত বহু অলঙ্কার দেখিয়া তাহা হরণ করিতে ইচ্ছা করিল এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ধনাপহরণ-আশায় ভ্রমণ করিতে লাগিল; শ্রীনিত্যানন্দ হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহে একাকী বাস করিতেছেন অনুসন্ধান পাইয়া উক্ত দস্যু-সেনাপতি অন্যান্য দস্যুগণের সহিত নিশাভাগে হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের কোন্ অলঙ্কারটী কে গ্রহণ করিবে তদ্‌বিষয় পূর্বেই সঙ্কল্পবিকল্প করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায় অচিরে দস্যুগণ নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল; রাত্রি প্রভাত হইলে কাকরবে জাগরিত হইয়া আস্তে-ব্যস্তে কোনও রূপে অস্ত্র-শস্ত্র কোথায়ও লুকাইয়া রাখিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল ও পরস্পর দোষারোপ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন দস্যুগণ মদ্যমাংসদ্বারা মহা-আড়ম্বরে চণ্ডীপূজা করিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র সহিত কবচ পরিধানপূর্বক মহানিশায় নিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থানের চতুর্দিক ঘেরিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহারা নিত্যানন্দ-বাসস্থানের চতুর্দিকে অনুক্ষণ হরিনাম-গ্রহণকারী অসংখ্য অস্ত্রধারী প্রচণ্ডমূর্তি-পদাতিকের অবস্থান দেখিয়া মহা আশ্চর্যান্বিত হইল ও পরস্পর নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে করিতে সেই দিবস তাহাদের কার্য-সাফল্যের আশা নাই মনে করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিল। উক্ত দস্যুগণ তৃতীয় দিবস মহাঘোর নিশাযোগে শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থানে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সকলেই অন্ধত্বপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর জড়াজড়ি করিতে করিতে গর্তে ও কণ্টকপূর্ণস্থানে পতিত হইল। এমন সময় ইন্দ্রদেব মহা ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ করিলে দস্যুগণের আর দুর্ভোগের সীমা রহিল না। এই ঘটনার পর হঠাৎ দস্যুসেনাপতি ব্রাহ্মণের মনে নির্বেদ উপস্থিত হইল এবং সে নিত্যানন্দ-চরণে শরণগ্রহণ-পূর্বক নিত্যানন্দ স্তব করিতে করিতে নিজ উদ্ধার প্রার্থনা করিল। দস্যুসেনাপতিকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-দ্বারা পুনরায় অসৎকার্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ দস্যু-সেনাপতিকে কৃপা করিলেন এবং তাহার দ্বারা আবার অন্যান্য দস্যুগণের উদ্ধার হইল। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-কৃপার মহত্ত্ব, সপার্ষদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপের প্রতি গ্রামে গ্রামে কীর্তন-সহিত ভ্রমণ,

কখনও শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে গঙ্গার পরপারে কুলিয়ায় গমন, নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ-পার্ষদগণের চরিত্র, কতিপয় নিত্যানন্দ-পার্ষদের নামোল্লেখ-পূর্বক তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং নিজেকে শ্রীচৈতন্য-কৃপা-প্রাপ্ত নারায়ণী দেবীর নন্দন ও শ্রীনিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য-রূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

গৌর-জয়মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব-গুরু।
জয় জয় ভক্তজনবাঞ্ছা-কল্পতরু।।১।।
জয় জয় ন্যাসিমণি শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ।
জীব প্রতি কর' প্রভু, শুভদৃষ্টি-পাত।।২।।

সপার্ষদ গৌরহরির জয় ও পাঠকাকর্ষণ—

ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীকরুণা-সিন্ধু দয়াময়।।৩।।
শেষখণ্ড কথা ভাই, শুন এক মনে।
শ্রীগৌরসুন্দর বিহরিলেন যেমনে।।৪।।

শান্তিপুর অদ্বৈত-গৃহ হইতে কুমারহট্ট শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভুর আগমন—

কত দিন থাকি' প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাস-মন্দিরে।।৫।।

কৃষ্ণধ্যানানন্দে উপবিষ্ট শ্রীবাসের সম্মুখে ধ্যানের ফল অকস্মাৎ প্রকটিত—

কৃষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি' আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যানফল সম্মুখে প্রকাশ।।৬।।
নিজ-প্রাণ-নাথ দেখি' শ্রীবাস পণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।।৭।।

মহাপ্রভুর পদযুগল বক্ষে ধারণপূর্বক শ্রীবাসের প্রেমক্রন্দন—

শ্রীচরণ বক্ষে করি' পণ্ডিত-ঠাকুর।
উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর।।৮।।

গৌরহরির শ্রীবাসের প্রতি স্নেহ—

গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে।।৯।।

সুকৃতি শ্রীবাস-গোষ্ঠী—

সুকৃতি শ্রীবাস-গোষ্ঠী চৈতন্য-প্রসাদে।
সবে প্রভু দেখি' ঊর্দ্ধ্ব বাহু করি' কান্দে।।১০।।

শ্রীবাসের আনন্দ ও প্রভু-সম্বর্ধনা—

বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস।।১১।।
আপনে মাথায় করি' উত্তম আসন।
দিলেন, বসিলা তথি কমল লোচন।।১২।।
চতুর্দিকে বসিলেন পারিষদগণ।
সবেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ।।১৩।।

পতিব্রতাগণের জয়ধ্বনি—

জয় জয় করে গৃহে পতিব্রতাগণ।
হইল আনন্দময় শ্রীবাস-ভবন।।১৪।।

আচার্য পুরন্দরের আগমন—

প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর।
বার্তা পাই' আইলা আচার্য-পুরন্দর।।১৫।।
তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি' বলে।
প্রেমাবেশে মত্ত তা'নে করিলেন কোলে।।১৬।।
পরম সুকৃতি যে আচার্য পুরন্দর।
প্রভু দেখি' কান্দে অতি হই' অসম্বর।।১৭।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্বগুরু----চিদচিৎ জগদ্দ্বয়ের যাবতীয় বস্তুর একমাত্র গুরু। তিনি স্বয়ংরূপ ও কৃষ্ণস্বরূপ। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের পতিগণের সহিত ত্রিগুণের সংযোগ বর্তমান, কিন্তু তিনি বৈকুণ্ঠপতি।।১।।

কুমারহট্ট----বর্তমান নাম হালিসহর। ই, বি, আর লাইনে 'কাঁচরাপাড়া' ষ্টেশনের নিকটবর্তী। এস্থানে সপরিবারে শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসুদেব ঠাকুর প্রভৃতি গৌরভক্তগণ বাস করিতেন।।৫।।

শ্রীশিবানন্দের সহিত শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের আগমন—

বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দসেন-আদি আপ্তবর্গ-সনে।।১৮।।

শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের মহিমা—

প্রভুর পরম প্রিয়—বাসুদেব দত্ত।
তাঁহার কৃপায় সে জানেন সর্ব তত্ত্ব।।১৯।।
জগতের হিতকারী—বাসুদেব দত্ত।
সর্ব-ভূতে কৃপালু—চৈতন্যরসে মত্ত।।২০।।
গুণ-গ্রাহী অদোষদরশী সবা' প্রতি।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি-মতি।।২১।।
বাসুদেব দত্ত দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর।
কোলে করি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর।।২২।।
বাসুদেব দত্ত ধরি' প্রভুর চরণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।।২৩।।
বাসুদেব কান্দিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক কাষ্ঠ-পাষাণাদি করয়ে ক্রন্দন।।২৪।।
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ-সীমা।
বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা।।২৫।।

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর-সম্বন্ধে মহাপ্রভু—

হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বলে,—"আমি বাসুদেবের নিশ্চয়।।"২৬।।
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার।।২৭।।
দত্ত আমা' যথা বেচে, তথায় বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই।।২৮।।
বাসুদেব দত্তের বাতাস যা'র গা'য়।
লাগিয়াছে, তাঁ'রে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়।।২৯।।
সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল!
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল।।"৩০।।
বাসুদেব দত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি'।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরি-ধ্বনি।।৩১।।
ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে।।৩২।।
এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কত দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর।।৩৩।।
শ্রীবাস, রামাই—দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায়।।৩৪।।
চৈতন্যের অতি প্রিয়–শ্রীবাস, রামাই।
দুই চৈতন্যের দেহ, দ্বিধা কিছু নাই।।৩৫।।
সংকীর্তন-ভাগবতপাঠ-ব্যবহারে।
বিদূষক-লীলায় অশেষ প্রকারে।।৩৬।।
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যাঁ'র গৃহে প্রভুর সর্বাদ্য পরকাশ।।৩৭।।

অসম্বল----অধৈর্য, অসামাল।।১৭।।

তথ্য। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর----চৈঃ চঃ আঃ ১০।৪১-৪২, ১২।৫৭; ম ১০।৮১, ম ১১।৮৭, ম ১১।১৩৭-১৩৯, ম ১১।১৪১-২, ম ১৩।৪০, ১৪।৯৮, ১৫।৯৩, ম ১৫।১৫৮-১৭৯, ম ১৬।২০৬; অ ৩।৭৩; অ ৪।১০৮; ৬।১৬১; ৭।৪৭; অ ১০।৯, ১২১, ১৪০; অ ১২।৯৮ দ্রষ্টব্য।।১৯।।

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর----জগতের প্রত্যেকেরই হিতকারী, সর্বভূতে কৃপালু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথিত পঞ্চরস-মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠরসে প্রমত্ত। মহাভাগবত বলিয়া সকলের অদোষদর্শী ও সকলের মঙ্গল-বিধানে অতি ব্যগ্র এবং শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি,----ইংরেজী ভাষায় যাঁহাকে "Greater Altruist" বলা যায়।।২০।।

অচেতন পদার্থবৎ অতি কঠিনহৃদয় ব্যক্তিও বাসুদেবের আর্দ্রতা লক্ষ্য করিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে অসমর্থ হইত।।২৪।।

শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের নিকট বিক্রীত বলিয়া জ্ঞান করিতেন অর্থাৎ আপনাকে বাসুদেবের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন।।২৭।।

শ্রীবাস সংকীর্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যবহারিক সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পরম বিশ্রম্ভায় রহস্যপূর্ণ প্রেমদ্বারা নানাভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন।।৩৬।।

নিভৃতে প্রভু ও শ্রীবাসের ব্যবহার-কথোপকথন-ছলে
শরণাগতলক্ষণ-বৈষ্ণবগৃহস্থের স্বনির্বাহ-শিক্ষা—

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভৃত।।৩৮।।
প্রভু বলে,—"তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও।।"৩৯।।
শ্রীবাস বলেন,—"প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিনু তোমাতে।।"৪০।।
প্রভু বলে,—"পরিবার অনেক তোমার।
নির্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?"৪১।।
শ্রীবাস বলেন,—"যা'র অদৃষ্টে যা' থাকে।
সে-ই হইবেক, মিলিবেক যে-তে-পাকে।।"৪২।।
প্রভু বলে,—"তবে তুমি করহ সন্ন্যাস।"
"তাহা না পারিব মুঞি"—বলেন শ্রীবাস।।৪৩।।
প্রভু বলে,—"সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা।।৪৪।।
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুই ত না বুঝি মুঞি তোমার বচন।।৪৫।।
একালেতে কোথাও না গেলে না আইলে।
বট-মাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে।।৪৬।।
না মিলিল যদি আসি' তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা? বলহ আমারে।।"৪৭।।
শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া।
"এক, দুই, তিন এই কহিলুঁ ভাঙ্গিয়া।।"৪৮।।
প্রভু বলে,—"এক দুই তিন যে করিলা।
কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিলা?"৪৯।।
শ্রীবাস বলেন,—"এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসেও যদি না মিলে আহার।।৫০।।
তবে সত্য কহোঁ—ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু মুঞি সর্বথা গঙ্গায়।।"৫১।।
এই মাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন।।৫২।।
প্রভু বলে,—"কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস!
তোর কি অন্নের হইবে উপাস! ৫৩।।

কদাচিৎ লক্ষ্মীর ভিক্ষা সম্ভব হইলেও
একান্ত শরণাগত শ্রীবাসের
অর্থাভাব সম্ভব নহে—

যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে।।৫৪।।
আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহো কি শ্রীবাস, এবে পাসরিলে তুঞি! ৫৫।।

শ্রীগীতায় শ্রীগৌরহরির বাণী—
তথাহি (গীতা ৯।২২)

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।৫৬।।

যে যে জন চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া।।৫৭।।

শরণাগত-সেবককে অর্থের জন্য অন্যের
মুখাপেক্ষী হইতে হয় না—

যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি মিলে তা'রে।।৫৮।।
ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে।।৫৯।।
মোর সুদর্শন-চক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক বিনাশ।।৬০।।

বটমাত্র—কিঞ্চিন্মাত্র, এক কড়ার অংশ বিশেষ।।৪৬।।

দঢ়ান—দৃঢ়তা।।৫০।।

অনন্তশক্তি সর্বসমৃদ্ধির মূলাশ্রয় লক্ষ্মীদেবীরও যদি কোন দিন অভাব ঘটে, তথাপি একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিতের কোন দিন দারিদ্র্য-দোষ ঘটিবে না।।৫৪।।

তথ্য। ভাঃ (৩।২৯।১৩)—সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।—শ্লোক আলোচ্য।।৫৯।।

শ্রীচৈতন্যের দাসের স্মরণকারি-ব্যক্তিকেও শ্রীচৈতন্য পোষণ ও পালন করেন—

যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ-পালন।।৬১।।

শ্রীচৈতন্য-সেবকের দাস শ্রীচৈতন্য প্রভুর অধিক প্রিয় ?—

সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ়।।৬২।।

বিশ্বম্ভর স্বয়ং যাঁহার ভরণকর্তা, সেই শরণাগত সেবকের ভক্ষ্য আচ্ছাদনের চিন্তা কি ?—

কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'।
মুঞি যা'র পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি।।৬৩।।

ঘরে বসিয়া থাকিলেও শরণাগত-দ্বারে সকল সম্ভারের স্বতঃই আগমন—

সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি' থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে।।৬৪।।

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর বর—

অদ্বৈতেরে তোমারে আমার এই বর।
'জরাগ্রস্ত নহিবে দোঁহার কলেবর'।।"৬৫।।
রামপণ্ডিতেরে ডাকি' শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রভু বলে,—"শুন রাম, আমার উত্তর।।৬৬।।
জ্যেষ্ঠভাই-শ্রীবাসেরে তুমি সর্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়।।৬৭।।
প্রাণসহ তুমি মোর, শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত।।"৬৮।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণকাম।।৬৯।।
অদ্যাপিহ শ্রীবাসেরে চৈতন্য-কৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হইতেছে লীলায়।।৭০।।

শ্রীবাসের উদারচরিত্র অনির্বচনীয়—

কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যাঁ'র স্মরণে পবিত্র।।৭১।।
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যাঁ'র ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস।।৭২।।

কয়েকদিন প্রভুর শ্রীবাস-ভবনে অবস্থান—

হেন রঙ্গে শ্রীবাস-মন্দিরে গৌর-রায়।
রহিলেন কত দিন শ্রীবাস-ইচ্ছায়।।৭৩।।
ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে।।৭৪।।

শ্রীবাস-গৃহ হইতে প্রভুর পাণিহাটি রাঘবপণ্ডিতের গৃহে পদার্পণ ও প্রভু-ভৃত্যের মিলন-প্রসঙ্গ—

কতদিন থাকি' প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটি—রাঘব-মন্দিরে।।৭৫।।
কৃষ্ণ-কার্যে আছেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত।।৭৬।।
প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।।৭৭।।
দৃঢ় করি' ধরি' রমা-বল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করয়ে ক্রন্দন।।৭৮।।
প্রভুও রাঘবপণ্ডিতেরে করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে।।৭৯।।
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন্ বিধি করিবেন, কিছুই না স্ফুরে।।৮০।।

আমাকে যিনি স্মরণ করেন, আমি তাঁহার মঙ্গল বিধান করি; আমার দাসকেও যিনি স্মরণ করেন, তাঁহাকেও আমি পোষণ ও পালন করি। আমার ভক্তের ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়।।৬১।।

শ্রীবাস ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অপ্রাকৃত শরীর মধ্যে শারীরিক জরা কোনদিনই প্রবেশ করিবে না---শ্রীমহাপ্রভু তাঁহাদিগকে এইরূপ বর দিলেন।।৬৫।।

অনেক কর্মী মনে করেন যে, তাঁহাদের ফলান্বেষণমূলক কার্যে ব্যাপৃত থাকার ন্যায় শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণও ফলভোগকামী। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণকার্যব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। কৃষ্ণকার্যকেই ভক্তি' বলে। কর্তা কর্তৃত্বাভিমানে যে কার্য করেন, তিনিই উহার ফল ভোগ করেন। পরন্তু বৈষ্ণব কৃষ্ণ-সেবানোদ্দেশে যে কার্য করেন, সেই কৃষ্ণকার্যই 'ভক্তি'। কর্ম ও ভক্তি পরস্পর বিভিন্ন ও পরস্পর বহু দূরে অবস্থিত।।৭৬।।

রাঘবের ভক্তি দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত।।৮১।।
প্রভু বলে,—"রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া।।৮২।।

গঙ্গায় অবগাহনের ন্যায় রাঘব-আলয়ে প্রভুর সুখোদয়—

গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব-আলয়।।"৮৩।।

প্রভুর স্বয়ং রাঘবপণ্ডিতকে রন্ধনার্থ আদেশ—

হাসি' বলে প্রভু,—"শুন রাঘব পণ্ডিত।
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত।।"৮৪।।

প্রভুর আজ্ঞায় রাঘবের স্বহস্তে বিচিত্র রন্ধন—

আজ্ঞা পাই' শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেম-রসে।।৮৫।।
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেই মত পাক বিপ্র করিলা অপার।।৮৬।।
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে আর যত আপ্ত-গণ।।৮৭।।
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে' একান্ত।।৮৮।।

প্রভু-কর্ত্তৃক রাঘবপণ্ডিতের রন্ধনের প্রশংসা—

প্রভু বলে,—"রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।।'৮৯।।
শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া।।৯০।।
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন।।৯১।।

দাসগদাধরের আগমন—

রাঘব-মন্দিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধরদাস ধাই' আইলা সত্বর।।৯২।।

দাসগদাধরের প্রতি প্রভুর কৃপা—

প্রভুর পরম প্রিয়—গদাধর দাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যাঁ'র বিগ্রহপ্রকাশ।।৯৩।।
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তান শিরে।।৯৪।।

পরমেশ্বরীদাস—

পুরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।।৯৫।।
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুইজনে।।৯৬।।

রঘুনাথবৈদ্য—

রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন ততক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি যাঁ'র গুণে।।৯৭।।

বৈষ্ণবগণের প্রভুর সন্নিধানে আগমন—

এই মত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা।।৯৮।।
পাণিহাটী-গ্রামে হৈল পরম-আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র।।৯৯।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অভিন্ন-দৃষ্টিতে দর্শনার্থ মহাপ্রভুর রাঘবপণ্ডিতের প্রতি গোপনে গুহ্য উপদেশ—

রাঘব পণ্ডিত-প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিল কিছু রহস্য-উত্তর।।১০০।।
"রাঘব, তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই।।১০১।।
এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সে-ই করি আমি, এই বলিল তোমারে।।১০২।।
আমার সকল কর্ম্ম—নিত্যানন্দ-দ্বারে।
অকপটে এই আমি কহিল তোমারে।।১০৩।।

গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিলে যে স্নিগ্ধতা ও তৃপ্তিলাভ ঘটে, শ্রীগৌরসুন্দর রাঘবালয়ে গিয়া তদ্রূপ সন্তোষ লাভ করিলেন।।৮৩।।

তড়া-আঁটপুর-গ্রামে পরমেশ্বরীদাসের সেবিত শ্রীগৌরবিগ্রহে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন।।৯৫।।

যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই।।১০৪।।

নিত্যানন্দ-সেবার্থ আদেশ—

মহাযোগেশ্বরে যাহা পাইতে দুর্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ।।১০৫।।
এতেকে হইয়া তুমি মহা-সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ—যেহেন ভগবান্।।''১০৬।।

মকরধ্বজের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ—

মকরধ্বজকর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বলিলেন,—''সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ।।১০৭।।
রাঘবপণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার।।''১০৮।।
হেনমতে পানিহাটী-গ্রাম ধন্য করি'।
আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গহরি।।১০৯।।

প্রভুর বরাহনগরে জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে আগমন—

তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে।।১১০।।

ভাগবতে সুশিক্ষিত বিপ্রের প্রভু-দর্শনে ভাগবত-পাঠ—

সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে।।১১১।।
শুনিয়া তাহান ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।।১১২।।

শ্রীগৌরহরির ভাবাবেশে নৃত্য, পুনঃ পুনঃ ভূতলে পতন—

'বল বল' বলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জন প্রভু করয়ে সদায়।।১১৩।।
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া।।১১৪।।
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে।।১১৫।।
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্বলোকে পায় ত্রাস।।১১৬।।

রাত্রি তিন প্রহর পর্যন্ত ভাগবত-শ্রবণে নৃত্য—

এই মত রাত্রি তিনপ্রহর-অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণ-নিধি।।১১৭।।

বাহ্য পাইয়া বিপ্রকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা—

বাহ্য পাই' বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন।।১১৮।।
প্রভু বলে,—''ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।।১১৯।।

প্রভুর বিপ্রকে 'ভাগবতাচার্য' পদবী-প্রদান—

এতেকে তোমার নাম 'ভাগবতাচার্য'।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য।।''১২০।।
বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি'।
সবে করিলেন মহা-হরি-হরি-ধ্বনি।।১২১।।
এই মত প্রতি-গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে।।১২২।।

পুনর্বার নীলাচলে আগমন—

সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম।
পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচল-ধাম।।১২৩।।
গৌড়দেশে পুনর্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তা'র দুঃখ নহে আর।।১২৪।।
সর্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি।
'পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসি-চূড়ামণি।।'১২৫।।
মহানন্দে সর্বলোকে 'জয় জয়' বলে।
''আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে।।''১২৬।।

প্রভুর আগমনবার্তা শ্রবণে সার্বভৌমাদির প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ—

শুনি' সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্বভৌম-আদি আইলেন সেই ক্ষণ।।১২৭।।

তথ্য। মকরধ্বজ কর—চৈঃ চঃ আদি ১০।২৪ দ্রষ্টব্য গৌঃ গঃ ১৪১ শ্লোক—''নটশচন্দ্রমুখঃ প্রাগ্ যঃ স করো মকরধ্বজঃ''।।১০৭।।

এক ব্রাহ্মণের ঘরে—এই ব্রাহ্মণের নাম শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১০।১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য।।১১০।।

প্রভু ও ভক্ত-সম্মেলন—

চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি' করেন কীর্তন।।১২৮।।
প্রভুও সবারে মহা-প্রেমে করি' কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে।।১২৯।।

প্রভুর কাশীমিশ্র-গৃহে অবস্থান—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে।।১৩০।।

প্রভুর নীলাচল-লীলা—

নিরন্তর নৃত্য-গীত-আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্বদেশ।।১৩১।।
কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্ধেকো বাহ্য নাহি প্রেমানন্দসুখে।।১৩২।।
কখন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে।।১৩৩।।
এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্ধেকো অন্য কর্ম নাহিক প্রকাশ।।১৩৪।।
পাণিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ-দরশন।।১৩৫।।
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত! —গঙ্গাধারা বহে যেন।।১৩৬।।
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কারো দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক।।১৩৭।।
যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি' যায়।
সেই দিকে সর্বলোক 'হরি হরি' গায়।।১৩৮।।

প্রভু-সন্দর্শনার্থ স্বীয় রাজধানী 'কটক' হইতে প্রতাপরুদ্রের আগমন—

প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
"নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।।১৩৯।।
সেইক্ষণে শুনি' মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ।।১৪০।।

রাজার প্রভু দর্শনে আর্তি, কিন্তু প্রভুর ঔদাসীন্য—

প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত।।১৪১।।

প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার নিমিত্ত রাজার সার্বভৌমাদির নিকট অনুরোধ—

সার্বভৌম-আদি সবা'-স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে।।১৪২।।
রাজা বলে,—"তুমি সব, যদি কর' ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয়।।"১৪৩।।

রাজার আর্তি ও ভক্তগণের যুক্তিদান—

দেখিয়া রাজার আর্তি সর্ব-ভক্তগণে।
সবে মেলি' এই যুক্তি করিলেন মনে।।১৪৪।।
"যে-সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্তনে।
বাহ্যজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে।।১৪৫।।
রাজাও পরম ভক্ত—সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে, থাকিয়া অগোচরে।।"১৪৬।।
এই যুক্তি সবে কহিলেন-রাজা-স্থানে।
রাজা বলে, "যে-তে-মতে দেখোঁ মাত্র তানে।।"১৪৭।।
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি' রাজা একেশ্বর আইলেন সত্বর।।১৪৮।।

অন্তরাল হইতে রাজার প্রভুর নৃত্য ও অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ-দর্শন—

আড়ে থাকি' দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম অদ্ভুত! —যাহা নাহি দেখি কভু।।১৪৯।।
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ পুলক বৈবর্ণ্য ক্ষণে ক্ষণে।।১৫০।।

গঙ্গাবংশীয় সম্রাট শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালে স্বীয় রাজধানী কটকে বাস করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শুনিয়া তিনি কটক হইতে পুরীতে আসিলেন।।১৪০।।

সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন, স্ত্রীদর্শন ও তাহাদের সহিত সম্ভাষণ নিষিদ্ধ। রাজানুগ্রহপ্রার্থী স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণবাসনায় রাজার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন। শ্রীমহাপ্রভু বৈধবিচার জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভোগযোগ্যা স্ত্রীর দর্শন ও রাজানুগ্রহ-

হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে।।১৫১।।
হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ।।১৫২।।
কখন করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বহে।।১৫৩।।
এই মত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত হয় কত যায় লেখা নাহি তা'র।।১৫৪।।
নিরবধি দুই মহা-বাহু-দণ্ড তুলি'।
'হরি বল' বলিয়া নাচেন কুতূহলী।।১৫৫।।
এই মত নৃত্য প্রভু করি' কতক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্বগণে।।১৫৬।।
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেইক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য পরানন্দমনে।।১৫৭।।
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার।।১৫৮।।

লীলাধূলাব্যাপ্ত অঙ্গদর্শনে রাজার সন্দেহ—

সবে একখানি মাত্র ধরিলেন মনে।
সেহ তা'ন অনুগ্রহ হইবার কারণে।।১৫৯।।
প্রভুর নয়নে যত দিব্য ধারা বয়।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়।।১৬০।।
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেম-ধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্তন-বিকারে।।১৬১।।
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি' নৃপতি।
ঈষৎ সন্দেহ তা'ন ধরিলেক মতি।।১৬২।।
কা'রো স্থানে ইহা রাজা না করি' প্রকাশ।
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ-বাস।।১৬৩।।
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া।।১৬৪।।

'আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি'।
নিজে সংকীর্তন-ক্রীড়া করে অবতরি।।'১৬৫।।
ঈশ্বর মায়ায় রাজা মর্ম নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে।।১৬৬।।

রাজার স্বপ্নদর্শন—স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথকে লীলাধূলাব্যাপ্তরূপে দর্শন—

সুকৃতি প্রতাপরুদ্র রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে।।১৬৭।।
রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা-ধারা বয়।।১৬৮।।
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখের লালা পড়ে, তিতে কলেবর।।১৬৯।।
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে'—''এ কিরূপ লীলা!
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা!''১৭০।।

স্বপ্নে রাজার জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শনার্থ উদ্যম, জগন্নাথের অনুযোগপূর্ণ উক্তি—

জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।
জগন্নাথ বলে,—''রাজা, এ ত' না যুয়ায়।।১৭১।।
কর্পূর, কস্তুরী, গন্ধ, চন্দন, কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে।।১৭২।।
আমার শরীর দেখ—ধূলা-লালাময়।
আমা' পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়।।১৭৩।।
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি' ধূলা লালা।।১৭৪।।
সেই ধূলা লালা দেখ সর্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা—মহারাজার কুমার।।১৭৫।।
আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়?''
এত বলি' ভৃত্যে চাহি' হাসে' দয়াময়।।১৭৬।।

প্রার্থনা-মূলে রাজার দর্শন বা তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়াদি করিতেন না। তজ্জন্য কোন ভক্তই উৎকল সম্রাট্‌কে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট লইয়া যাইতে সাহস করিতেন না, বড়ই আশঙ্কা করিতেন।।১৪৩।।

আড়ালে থাকিয়া আত্মগোপনপূর্বক প্রভুর নিকট উপস্থিত না হইয়া নর্তনশীল গৌরসুন্দরকে দর্শন করিলেন।।১৪৯।।

প্রতাপরুদ্রের প্রাক্তন কৃষ্ণ-বৈমুখ্যক্রমে যে-সকল অপরাধ ছিল, তাহা ভগবদ্দর্শনকালে বিদূরিত হইলে ও স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর তিনি অধিক নির্ভর করায় তিনি নিজ-বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরেকে দর্শন করিয়া 'কৃষ্ণ' বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই,

তন্মুহূর্তেই রাজার শ্রীজগন্নাথের সিংহাসনে সমভাবে শ্রীচৈতন্যের অবস্থান-দর্শন—

সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্যগোসাঞি বসি' আছেন আপনে।।১৭৭।।
সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বলেন হাসি'—"এ ত' যোগ্য নয় ।।১৭৮।।

স্বপ্নে রাজার প্রতি শ্রীচৈতন্যের উক্তি—

তুমি যে আমারে ঘৃণা করি' গেলা মনে।
তবে তুমি আমারে স্পর্শিবে কি কারণে ।।"১৭৯।।
এই মতে প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি'।
সিংহাসনে বসি' হাসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।১৮০।।

রাজার জাগরণ ও ক্রন্দন—

রাজার হইল কতক্ষণে জাগরণ।
চৈতন্য পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন।।১৮১।।

রাজার অনুতাপ—

"মহা-অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিলুঁ চৈতন্য—ঈশ্বর-অবতার।।১৮২।।
জীবের বা কোন্ শক্তি তাহানে জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাঁহার মায়াতে।।১৮৩।।
এতেকে ক্ষমহ প্রভু, মোর অপরাধ।
নিজ দাস করি' মোরে করহ প্রসাদ।।"১৮৪।।

রাজার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীজগন্নাথে অভেদ-জ্ঞান—

আপনে শ্রীজগন্নাথ—চৈতন্যগোসাঞী।
রাজা জানিলেন, ইথে কিছু ভেদ নাই।।১৮৫।।

প্রভু-দর্শনে রাজার প্রবল উৎকণ্ঠা—

বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পারে কেহ দেখা করাইতে।।১৮৬।।
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ-সনে।।১৮৭।।

একদিন পুষ্পোদ্যানে উপবিষ্ট সপার্ষদ প্রভুর চরণে রাজার সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি ও সাত্ত্বিক বিকার-সহ আনন্দ-মূর্ছা—

একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই' পড়িলেন প্রভুর চরণে।।১৮৮।।
অশ্রু-কম্প-পুলকে রাজার অন্ত নাঞি।
আনন্দে মূর্ছিত হইলেন সেই-ঠাঁই।।১৮৯।।

প্রেমভক্তির লক্ষণ-দর্শনে প্রভুর রাজার অঙ্গে শ্রীহস্ত-প্রদান ও উত্থানার্থ আদেশ—

বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
"উঠ" বলি' শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তাঁ'র।।১৯০।।

রাজার প্রভুর শ্রীচরণ-ধারণপূর্বক ক্রন্দন ও কাকুবাদ—

শ্রীহস্ত-পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি' করেন ক্রন্দন।।১৯১।।
"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্বজীব-নাথ!
মুঞি-পাতকীরে কর' শুভদৃষ্টিপাত।।১৯২।।
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্রবিহারি কৃপাসিন্ধু!
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু! ১৯৩।।
ত্রাহি ত্রাহি সর্বদেব-বন্দ্য রমাকান্ত!
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজন-বল্লভ একান্ত! ১৯৪।।
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্ব-রূপধারি!
ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্তন-লম্পট মুরারি! ১৯৫।।
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব-গুণ-নাম!
ত্রাহি ত্রাহি পরমকোমল গুণধাম! ১৯৬।।
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ!
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস-ধর্মের বিভূষণ! ১৯৭।।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু!
এই কৃপা কর' নাথ, না ছাড়িবা কভু।।"১৯৮।।

প্রভুর কৃপাশীর্বাদ-বর্ষণ ও উপদেশ—

শুনি' প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুবাদ।
তুষ্ট হই' প্রভু তা'নে করিলা প্রসাদ।।১৯৯।।

—ভক্ত'মাত্র জ্ঞান করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমায়ায় তাঁহার বিচার বিবর্তগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে কৃপা করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথ তাঁহার নিকট স্বপ্নে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে রাজা বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণ করাইয়া লন।।১৬৬।।

প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য বিনা তুমি না করিবা আর।।২০০।।
নিরন্তর কর' গিয়া কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণু-চক্র-সুদর্শন।।২০১।।

প্রভুর উক্তি—রায়রামানন্দ, সার্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের জন্যই প্রভুর নীলাচলে আগমন—

তুমি, সার্বভৌম, আর রামানন্দরায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলুঁ এথায়।।২০২।।

রাজার প্রতি আদেশঃ—প্রচ্ছন্নাবতারী আমাকে আমার প্রকটকালে প্রচার করিবে না—

সবে এক বাক্য মাত্র পালিবে আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার।।২০৩।।
এবে যদি আমারে প্রচার কর' তুমি।
তবে এথা ছাড়ি' সত্য চলিবাঙ আমি।।"২০৪।।

প্রভুর আপন গলার মালা রাজাকে প্রদান ও বিদায়-দান—

এত বলি' আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তা'নে সন্তোষ হইয়া।।২০৫।।
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি' শিরে।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবত করিয়া প্রভুরে।।২০৬।।
প্রভু দেখি' নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যপদ ধ্যান।।২০৭।।
প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহিত দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তা'রে মিলে প্রেম-ধন।।২০৮।।
হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্তন-বিহার-কুতূহলে।।২০৯।।
নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর।।২১০।।

নীলাচলের ভক্তগণ—

শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র—কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর।
আত্ম-পদ যাঁ'রে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর।।২১১।।
পরমানন্দ-মহাপাত্র মহাশয়।
যাঁ'র তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরস-ময়।।২১২।।
কাশীমিশ্র পরম-বিহ্বল কৃষ্ণ-রসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আবাসে।।২১৩।।
এই মত প্রভু সর্ব ভৃত্য করি' সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন সংকীর্তন-রঙ্গে।।২১৪।।

উদাসীন শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রভুর সঙ্গের জন্য ক্ষেত্রবাস—

যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস।
সবে করিলেন আসি' নীলাচলে বাস।।২১৫।।

নীলাচলে নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ-প্রভুবর—পরম উদ্দাম।
সর্বনীলাচলে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ধাম।।২১৬।।
নিরবধি পরানন্দ-রসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহ—অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব।।২১৭।।
সদাই জপেন নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ-মুখে অন্য।।২১৮।।

রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রশ্রয়াবনতি ও স্তবাদি শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর রাজাকে 'কৃষ্ণভক্তি হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের যখন অন্য কোন কৃত্য নাই; তখন সকল কার্যের মুখ্য উদ্দেশ্যই কৃষ্ণসেবা এবং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কার্য করিবার জন্য মহাপ্রভু রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন।।২০০।।

শ্রীগৌরসুন্দর রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন,—'আমার প্রতি তোমার যে বর্তমান উপলব্ধি, উহা কাহাকেও প্রকাশ করিও না; যদি তুমি প্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাইব।।'২০৩।।

যাঁহারা গৃহে থাকিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিতেন, তাঁহারা প্রভুর গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন, আর গৃহ-সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া নিরন্তর ভগবৎকথায় ভগবদ্ধামে বাস করিবার যাঁহাদের সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহারা গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন হইতে উদাসীন হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। এজন্য বর্তমান কালে যাঁহাদের সংসার হইতে অবসর হইয়াছে, তাঁহারা সর্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করিবার জন্য মঠবাসী হ'ন।।২১৫।।

যেন রামচন্দ্রে লক্ষ্মণের রতি মতি।
সেই মত নিতাইয়ের শ্রীচৈতন্যে প্রীতি।।২১৯।।

নিত্যানন্দ-কৃপায়ই সমগ্র বিশ্বে অদ্যাপি শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে যে সকল সংসার।
অদ্যাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার।।২২০।।
হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য-নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই।।২২১।।

মহাপ্রভুর নিভৃতে নিত্যানন্দ-সহ আলাপ ও নিত্যানন্দকে গৌড়দেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারার্থ গমনে আদেশ—

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি'।।২২২।।
প্রভু বলে,—"শুন নিত্যানন্দ মহামতি!
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি।।২২৩।।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম-সুখে।।'২২৪।।
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি'।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি'।।২২৫।।
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কে বা করিবে উদ্ধার?২২৬।।
ভক্তি-রস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে? ২২৭।।
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়-দেশে যাও।।২২৮।।
মূর্খ-নীচ-পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন।।"২২৯।।

সগণ-নিত্যানন্দের গৌড়দেশ যাত্রা—

আজ্ঞা পাই' নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়-দেশে লই' নিজগণে।।২৩০।।
রামদাস, গদাধরদাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বৈদ্য-ওঝা—ভক্তিরসময়।।২৩১।।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস।।২৩২।।
নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দসঙ্গে সবে করিলা গমন।।২৩৩।।

নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের পথে ভাবাবেশ—

পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব-পারিষদ আগে কৈলা প্রেম-ময়।।২৩৪।।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত।
'কা'র্ দেহে কত ভাব নাহি তা'র অন্ত।।২৩৫।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বক্ষণ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম জপ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিমুখ-জনগণের চেতনোৎপাদিকা শ্রীমূর্তি ও শ্রীকৃষ্ণবাণী-প্রচারক। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জাগ্রত ও নিদ্রাকালে 'শ্রীচৈতন্য' ব্যতীত অন্য শব্দ উচ্চারণ করিতেন না।।২১৮।।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সেই গৌড়দেশে সকল বুদ্ধিমন্ত আভিজাত্যসম্পন্ন পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠব্যক্তি গৌরসুন্দরের প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূর্খ, নীচ ও পাপাসক্ত জনগণ গৌরসুন্দরের কথিত কৃষ্ণভক্তির কথা বুঝিতে পারে নাই। সেই মূর্খ পতিত নীচ দীন ব্যক্তিগণের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য—তাহাদের অভক্তি ছাড়াইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়দেশে প্রেরণ করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু ইচ্ছা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যাবতীয় অনভিজ্ঞ, আপাত-দর্শনে অনিপুণ দীনজন সকলকেই উদ্ধার করিবেন। কিন্তু মিছাভক্ত কর্মফলভোগী ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণ অথবা মুমুক্ষু জ্ঞানী মায়াবাদি-সম্প্রদায় সকলেই মূর্খতা, নীচতা ও দৈন্যের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় ইহাদিগকে উন্নত বিচারে আনয়ন করিবার জন্য করুণহৃদয় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেরণ করিলেন। মায়াবাদিগণের অত্যন্ত অহঙ্কার, কর্মনিপুণ স্মার্তগণের নিজ পটুতার অভিমান প্রভৃতি তাহাদের ভগবদ্ভক্তিলাভের বাধা হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরদুঃখদুঃখী হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্য গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন। এখনও গৌড়দেশবাসী আর্দ্র চিত্তত্বাদি-দোষে নানাকারে কলুষিত হইলেও রাজপুতানা ও গুর্জরদেশবাসিগণ সকলেই গৌড়দেশবাসীর প্রশংসা করেন।।২২৯।।

নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-জন রামদাসের দেহে অপ্রাকৃত গোপালভাব-প্রকাশ—

প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তা'ন দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ।।২৩৬।।
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা-প্রহর-তিন বাহ্য পাসরিয়া।।২৩৭।।

নিত্যসিদ্ধ অভিন্ন ব্রজ-জন গদাধরদাসের অপ্রাকৃত রাধিকাভাব-প্রকটন—

হইলা রাধিকাভাব—গদাধরদাসে।
'দধি কে কিনিবে?' বলি' অট্ট অট্ট হাসে'।।২৩৮।।

শ্রীরঘুনাথ-বৈদ্যের রেবতী-ভাব—

রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
হইলেন মূর্তিমতী যে হেন রেবতী।।২৩৯।।

কৃষ্ণদাস ও পরমেশ্বরী-দাসের গোপালভাব—

কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরীদাস দুইজন।
গোপালভাবে 'হৈ হৈ' করে অনুক্ষণ।।২৪০।।

পুরন্দর পণ্ডিতের অঙ্গদভাব—

পুরন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুঞিরে অঙ্গদ' বলি' লম্ফ দিয়া পড়ে।।২৪১।।

নিত্যানন্দ-কৃপায় সকলের পূর্ব ব্রজস্বভাব-উদ্দীপন ও বাহ্যলোপ—

এই মত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম।
সবারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম।।২৪২।।
দণ্ডে পথ চলে সবে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা' পাসরি'।।২৪৩।।

গঙ্গাতীরের পথ জিজ্ঞাসা—

কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে।
"বল ভাই, গঙ্গা-তীরে যাইব কেমনে।।"২৪৪।।

পথভ্রম; সকলেই জড়ে উদাসীন—

লোক বলে,—"হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা।।"২৪৫।।
লোকবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেই মত।।২৪৬।।
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোকস্থানে।
লোক বলে,—"পথ রহে দশ ক্রোশ বামে।।"২৪৭।।
পুনঃ হাসি' সবেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন, পথের কা কথা।।২৪৮।।

সকলেই দেহধর্ম বিস্মৃত ও পরানন্দসুখে মগ্ন—

যত দেহ-ধর্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহারো নাহিক—পাই পরানন্দসুখ।।২৪৯।।

নিত্যানন্দের লীলা একমাত্র অনন্তদেবের অধিগম্য—

পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে—কে বা জানে—সকলি অনন্ত।।২৫০।।

পানীহাটী রাঘব-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ—

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গা-তীরে পানিহাটী-গ্রাম।।২৫১।।
রাঘবপণ্ডিত-গৃহে সর্বাদ্যে আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদ-গণ লৈয়া।।২৫২।।

শ্রীগদাধরদাস গোপীভাবে প্রমত্ত হইয়া "কে দধি কিনিবে?" বলিয়া অট্ট অট্ট হাসিতে লাগিলেন। অর্বাচীন মূঢ় লোকেরা 'ভাব' শব্দের অর্থ সুষ্ঠুভাবে না জানিয়া শারীরিক বেষভূষাকে লক্ষ্য করিয়া সখীভেকী হইয়া পড়ে। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া জীবের এইপ্রকার দুর্গতি ভগবদ্ভক্তির অন্তরায়।।২৩৮।।

রেবতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথবৈদ্য চেষ্টা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা শ্রীল জীবগোস্বামীর দুর্গম-সঙ্গমনী আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আশ্রয়বিগ্রহের সহিত অভিন্ন-বিচার সাধক বা সিদ্ধের করিবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু অপরের দৃষ্টিতে তাঁহারা ভগবদাশ্রয়বিগ্রহরূপে পরিদৃষ্ট হন। শ্রীরামদাসের গোপালের ভাব লইয়া ত্রিভঙ্গ হওয়া প্রভৃতি বিষয়বিগ্রহোচিত বিচার অনেকস্থলে অর্বাচীনগণকে বিপথগামী করায়। তজ্জন্যই শ্রীরামদাসের বিশেষণসূত্রে 'বৈষ্ণবাগ্রগণ্য' বলিয়া গ্রন্থকার অভিহিত করিয়াছেন, 'বিষ্ণু' বলিয়া লোকের ভ্রান্তি উৎপাদন করান নাই।।২৩৯।।

সগোষ্ঠী মকরধ্বজকর ও রাঘবপণ্ডিতের পরমানন্দ—

পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজকর গোষ্ঠীর সহিত।।২৫৩।।
হেনমতে নিত্যানন্দ পানিহাটী-গ্রামে।
রহিলেন সকল-পার্ষদগণ-সনে।।২৫৪।।

প্রেমবিহ্বল অবধূত নিত্যানন্দ—

নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর।।২৫৫।।
নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ক সকল আসি' মিলিলা সত্বরে।।২৫৬।।

পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ-কীর্তনীয়া মাধবঘোষ—

সুকৃতি মাধবঘোষ—কীর্তনে তৎপর।
হেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী-ভিতর।।২৫৭।।
যাহারে কহেন—বৃন্দাবনের গায়ন।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাপ্রিয়তম।।২৫৮।।

মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব ভ্রাতৃত্রয়ের গান ও নিত্যানন্দের নৃত্য—

মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর-নিতাই।।২৫৯।।
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টল-মল।।২৬০।।
নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার।।২৬১।।
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে।।২৬২।।
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ।।২৬৩।।
যতেক আছিল প্রেম-ভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার।।২৬৪।।

নিত্যানন্দের খট্টার উপরে উপবেশন—

কতক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবারে তরে।।২৬৫।।

রাঘবপণ্ডিত-প্রমুখ পার্ষদগণের নিত্যানন্দ-অভিষেক—

রাঘবপণ্ডিত-আদি পারিষদ-গণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে।।২৬৬।।
সহস্র সহস্র ঘট আনি' গঙ্গাজল।
নানা-গন্ধে সু-বাসিত করিয়া সকল।।২৬৭।।
সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দিকে সবেই বলেন 'হরি হরি'।।২৬৮।।

অভিষেক-মন্ত্র পাঠ ও গীত—

সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্র-গীত।
পরম সন্তোষে সবে হৈল পুলকিত।।২৬৯।।
অভিষেক করাইয়া, নূতন বসন।
পরাইয়া, লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন।।২৭০।।
দিব্য বন-মালা তায় তুলসী সহিতে।
পীনবক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে।।২৭১।।

শ্রীপরমেশ্বরীদাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস----উভয়েই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবক। সুতরাং তাঁহাদের যে গোপালভাব, তাহা ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের ভাব জানিতে হইবে, কৃষ্ণগোপালভাব নহে। হৃদ্‌গত আত্মীয়-প্রতীতিই----ভাব, বহিঃসজ্জা 'ভাব'-শব্দ-বাচ্য নহে; সুতরাং সখীভেকী, গোপাল-ভেকী প্রভৃতি অজ্ঞজনের ক্রিয়াকলাপগুলিকে কেহ যেন ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া মনে না করে। আবার, শ্রীগুরুদেবের চেষ্টাকে সাধারণ মর্ত্য-চেষ্টা জানিয়া অবিবেচনার হাতেও যেন না পড়েন।।২৪০।।

শ্রীমাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষেরা সকলেই কীর্তন তৎপর ছিলেন। পার্থিব কীর্তনীয়াগণ যেরূপ জড়বিচারপর হন, ইঁহাদের তদ্রূপ বিচার ছিল না। তজ্জন্যই ইঁহারা "বৃন্দাবনের গায়ক" বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্রাকৃত বিচার সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধিলাভ করে। বিশেষতঃ মাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ----ইঁহারা ব্রজের মধুররসের আশ্রয়-বিগ্রহের কায়ব্যূহ।।২৫৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ জাগতিক-গণের উদ্ধারের জন্য প্রেমপ্রচাররূপ শুভ আরম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন। কি প্রকারে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে সেবকের ভক্তির সুষ্ঠুতা হয়, সেই সকল অভিনয় করিবার যোগ্যতা দেখাইলেন।।২৬৩।।

তবে দিব্য-খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত।।২৭২।।

শ্রীরাঘবানন্দের ছত্রধারণ—

খট্টায় বসিলা প্রভুবর নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ।।২৭৩।।

ভক্তগণের জয়ধ্বনি ও মহোৎসব—

জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।
চতুর্দিকে হৈল মহা-আনন্দ-বাদন।।২৭৪।।
'ত্রাহি ত্রাহি' সবেই বলেন বাহু তুলি'।
কা'রো বাহ্য নাহি, সবে মহাকুতূহলী।।২৭৫।।

নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টি-বৃষ্টি—

স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
প্রেম-দৃষ্টি-বৃষ্টি করি' চারি দিকে চায়।।২৭৬।।

নিত্যানন্দের অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নার্থ রাঘবপণ্ডিতকে আদেশ—

আজ্ঞা করিলেন,—"শুন রাঘবপণ্ডিত!
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত।।২৭৭।।
বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প-প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি।।"২৭৮।।
কর-যোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
"কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে।।"২৭৯।।

নিত্যানন্দের ইচ্ছায় জম্বীরের বৃক্ষে কদম্বফুল—

প্রভু বলে,—"বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে।।"২৮০।।
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি' মহা-অনুভব।।২৮১।।
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি-পরম-অতুল।।২৮২।।
কি অপূর্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ব্ববন্ধ।।২৮৩।।
দেখিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল, হৈলা মহা-হরষিত।।২৮৪।।

রাঘবের কদম্বের ফুলে মালা-রচনা ও নিত্যানন্দ-গলে প্রদান—

আপনা' সম্বরি' মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে।।২৮৫।।
কদম্বের মালা দেখি' নিত্যানন্দরায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায়।।২৮৬।।
কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি' মহা-অনুভব।।২৮৭।।

আর একটী ঐশ্বর্যপ্রকাশ—দশদিক্ দমনকপুষ্পের গন্ধে আমোদিত—

আর মহা-আশ্চর্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব দনার গন্ধ পায় সর্বজনে।।২৮৮।।
দমনকপুষ্পের সুগন্ধে মন হরে'।
দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে।।২৮৯।।
হাসি' নিত্যানন্দ বলে,—"আরে ভাই সব!
বল দেখি কি গন্ধের পাও অনুভব?"২৯০।।
করযোড় করি' সবে লাগিলা কহিতে।
"অপূর্ব দনার গন্ধ পাই চারিভিতে।।"২৯১।।

নিত্যানন্দের রহস্যোক্তি—

সবার বচন শুনি' নিত্যানন্দরায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরমকৃপায়।।২৯২।।

জম্বীর----জামির লেবু বা গোঁড়ালেবু।।২৮২।।

শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞায় নেবু-গাছে কদম্ব ফুল পাইয়া তদ্দ্বারা মালা গাঁথিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে দিলেন। তৎকালে কদম্বফুলের উদ্‌গম সম্ভাবনা ছিল না। বর্ষার প্রারম্ভে আষাঢ় মাসে কদম্বফুল ফুটিতে দেখা যায়। কিন্তু উহা সেই সময় নহে। বিশেষতঃ নেবু-গাছে কদম্বের ফুল বাহ্যদর্শনে অসম্ভব হইলেও প্রকৃতির অতীত লীলায় তাহা কোন মতেই অসম্ভব নহে। অপ্রাকৃতরাজ্যে যাঁহাদের অনুভূতি, তাঁহারা বহির্জগতের কুতর্কের মধ্যে প্রবেশ করেন না। সেবোন্মুখ চিত্তই জীবকে ভোগময় জড়রাজ্যের ভোক্তৃ-অভিমান স্তব্ধ করিয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করায়। তখন 'অস্মিতা' কেবল জাগতিক সম্বন্ধ আবদ্ধ থাকে না।।২৮৫।।

দনা বা দোনা----দমনকপুষ্প (artimisea indica)।।২৮৮।।

প্রভু বলে,—"শুন সবে পরম রহস্য।
তোমারা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য।।২৯৩।।

দমনকমালা পরিধানপূর্বক নৃত্যকীর্তন-দর্শনার্থ শ্রীচৈতন্যের নীলাচল হইতে আগমন—

চৈতন্যগোসাঞী আজি শুনিতে কীর্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন।।২৯৪।।
সর্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্বন করিয়া রহিলা।।২৯৫।।
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে।
চতুর্দিকে পূর্ণ হই' আছয়ে আনন্দে।।২৯৬।।
তোমা'-সবাকার নৃত্য-কীর্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে।।২৯৭।।

সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দের সকলকে কৃষ্ণ-কীর্তনে আদেশ ও প্রেমদৃষ্টি—

এতেকে তোমরা সর্ব কার্য পরিহরি'।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা' পাসরি'।।২৯৮।।
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেম-রসে।।"২৯৯।।
এত কহি' 'হরি' বলি' করয়ে হুঙ্কার।
সর্বদিকে প্রেম-দৃষ্টি করিলা বিস্তার।।৩০০।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টি-পাতে।
সবার হইল আত্ম-বিস্মৃতি দেহেতে।।৩০১।।

নিত্যানন্দের কৃপা-মহিমা ও প্রেমবর্ষণ—

শুন শুন আরে ভাই, নিত্যানন্দ-শক্তি।
যেরূপে দিলেন সর্বজগতেরে ভক্তি।।৩০২।।

ভাগবত-বর্ণিত গোপিকাগণের প্রেম নিত্যানন্দের কৃপায় জগতের ভাগ্যে লভ্য—

যে ভক্তি গোপিকা-গণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে।।৩০৩।।

নিত্যানন্দপার্ষদ নিত্যসিদ্ধ সখ্যরসিক ব্রজপরিকরগণের প্রেম-প্রকাশ—

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে।।৩০৪।।
কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে।।৩০৫।।
কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি' পড়ে লম্ফ দিয়া।।৩০৬।।
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি'।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি' 'হরি হরি'।।৩০৭।।
কেহ বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া।
গাছ-পাঁচ-সাত-গুয়া একত্র করিয়া।।৩০৮।।
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল।।৩০৯।।
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম, পুলক, হুঙ্কার।
স্বর-ভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জন, সিংহসার।।৩১০।।
শ্রীআনন্দমূর্ছা-আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ।।৩১১।।
সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল।।৩১২।।
যেদিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহা-প্রেমভক্তিবৃষ্টি হয়।।৩১৩।।
যাহারে চা'হেন, সে-ই প্রেমে মূর্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে', ভূমে পড়ি' গড়ি' যায়।।৩১৪।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে ধায়।
হাসে' নিত্যানন্দপ্রভু বসিয়া খট্টায়।।৩১৫।।

সকলের দেহে সর্বশক্তির অধিষ্ঠান—

যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সবারে হইল সর্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান।।৩১৬।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমদর্শনে সকলে বহির্জগৎ বিস্মৃত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল হইতে আগমন ও দোনার গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে, উপলব্ধি করিলেন। দক্ষিণদেশে দমনক-পুষ্প প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধ-লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়। উহা দেখিতে ঝাউপাতার ন্যায়, কিন্তু অত্যন্ত কোমল। জাগতিক বিস্মৃতি না হইলে অলৌকিক সেবা সৌন্দর্যে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।।৩০১।।

সকলের সর্বজ্ঞতা ও বাক্‌সিদ্ধি—

সর্বজ্ঞতা বাক্-সিদ্ধি হইল সবার।
সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার।।৩১৭।।
সবে যা'রে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সে-ই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া।।৩১৮।।

পানীহাটী-গ্রামে তিনমাস নিত্যানন্দের ভক্তিপ্রকাশ—

এইরূপে পানিহাটীগ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দপ্রভু করে ভক্তির বিলাস।।৩১৯।।
তিন-মাস কা'রো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ-ধর্ম তিলার্ধেকো কা'রে নাহি স্ফুরে।।৩২০।।
তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার।
সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর।।৩২১।।

পানীহাটী-গ্রামে নিত্যানন্দের প্রেমবর্ষণ
চারিবেদের বর্ণনীয় ব্যাপার—

পানিহাটী-গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারি বেদে বর্ণিবেক সে সব কৌতুক।।৩২২।।
একোদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কা'র কত।।৩২৩।।
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দিকে লই' সব পারিষদ-সঙ্গ।।৩২৪।।

সপার্ষদ নিত্যানন্দের বিবিধ প্রেমবিলাস—

কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচায়েন সকল ভকত জনে জনে।।৩২৫।।
একো সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দিকে দেখি যেন প্রেম-বন্যাময়।।৩২৬।।
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলক-বন।
এইমত প্রেম-সুখে পড়ে সর্বজন।।৩২৭।।
আপনে যে কহে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্বভক্তবৃন্দ।।৩২৮।।
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্তন।
করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ।।৩২৯।।
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সে-ই হয় বিহ্বল, যে আইসে দেখিতে।।৩৩০।।
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সে-ই আসি' উপসন্ন হয় ততক্ষণে।।৩৩১।।
এইমত পরানন্দ প্রেম-সুখ-রসে।
ক্ষণ হেন কেহ না জানিল তিন মাসে।।৩৩২।।

নিত্যানন্দের অলঙ্কার-পরিধান—

তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে।।৩৩৩।।
ইচ্ছামাত্র সর্ব-অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে।।৩৩৪।।
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর।।৩৩৫।।
মণি সু-প্রবাল পট্টবাস মুক্তা হার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার।।৩৩৬।।
কত বা নির্ম্মিত কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার—যেন ইচ্ছা তা'ন।।৩৩৭।।
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি' পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময়।।৩৩৮।।
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ-শ্রীঅঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ।।৩৩৯।।
কণ্ঠ শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণি-মুক্তা-প্রবালাদি—যত সর্বসার।।৩৪০।।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রধান ভক্তগণ নানাপ্রকার বিভিন্ন শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার লোকাতীত ব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের লোক-বিরল সর্বজ্ঞতা, বাক্যের সিদ্ধি এবং শারীরিক সৌন্দর্য প্রকাশ পাইল।।৩১৬-৩১৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যবিহিত হরিসঙ্কীর্তনে ভক্তগণকে নিযুক্ত রাখিতেন, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন, এই কথা তিনি গীতিমুখে প্রকাশ করিতেন।।৩২৯।।

মুদ্রিকা----মোহর, টাকা, পয়সা প্রভৃতি স্বর্ণাদি-ধাতুনির্মিত মুদ্রা।

খিচন বা খেঁচন----খচিত জড়িত অর্থে ব্যবহৃত।।৩৩৯।।

রুদ্রাক্ষ বিড়ালাক্ষ দুই সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া পরিলা কণ্ঠে মহেশ্বর প্রীতে।।৩৪১।।
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন।।৩৪২।।
পাদ-পদ্মে রজত-নূপুর সুশোভন।
তদুপরি মল শোভে জগত-মোহন।।৩৪৩।।
শুক্ল পট্ট নীল পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস।।৩৪৪।।
মালতী, মল্লিকা, যূথী, চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন-খেলা।।৩৪৫।।
গোরচনা-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে।।৩৪৬।।
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস।।৩৪৭।।
প্রসন্ন শ্রীমুখ—কোটি শশধর জিনি'।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি।।৩৪৮।।
যে-দিকে চাহেন দুই-কমলনয়নে।
সেই-দিকে প্রেম বর্ষে, ভাসে সর্বজনে।।৩৪৯।।
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই-দিকে করি তথি সুবর্ণ বন্ধন।।৩৫০।।

বলদেবাভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দের পার্ষদ গোপালগণের শিঙ্গা-বেত্রাদি ধারণ—

নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে।।৩৫১।।
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সু-হার।।৩৫২।।
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা।।৩৫৩।।

সপার্ষদ নিত্যানন্দের গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্তী গ্রামে-গ্রামে ভক্তগৃহে পর্যটন-লীলা—

এই মত নিত্যানন্দ স্বানুভাব-রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি' সঙ্গে।।৩৫৪।।
তবে প্রভু সর্বপারিষদগণ মেলি'।
ভক্ত-গৃহে গৃহে করে পর্যটন-কেলি।।৩৫৫।।
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্বত্র ভ্রমেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম।।৩৫৬।।
দরশন-মাত্র সর্বজীব মুগ্ধ হয়।
নামতত্ত্ব দুই—নিত্যানন্দ-রসময়।।৩৫৭।।
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্বস্ব দিবারে সেই ক্ষণে হয় মতি।।৩৫৮।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর মধুর।
সবারেই কৃপা-দৃষ্টি করেন প্রচুর।।৩৫৯।।

অনুক্ষণ সংকীর্তন-প্রচারে প্রমত্ত নিত্যানন্দ—

কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্যটনে।
ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে।।৩৬০।।
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন।।৩৬১।।

বালকজীবন নিত্যানন্দের শিশুগণের প্রতি কৃপাবর্ষণ-লীলা—

গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা-মহা বৃক্ষ ধরি' টানে।।৩৬২।।
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
"মুঞিরে গোপাল" বলি' বেড়ায় ধাইয়া।।৩৬৩।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বহু মূল্যবান্ বিচিত্র ভূষণ ও বেশভূষা পরিধান করায় মূঢ় ব্যক্তি তাঁহাকে অপ্রাকৃত ব্রজভাবে বিভাবিত না দেখিয়া কেবল ঐশ্বর্যপর বলিয়া জানিত। সাধারণ দরিদ্রজনগণ——যাহারা দরিদ্রতা-বশে আপনাদিগকে বাহ্য-অভাবজনিত কাঙ্গাল অভিমান করে, তাহারা অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচারে অলঙ্কারাদি ধারণরূপ ঐশ্বর্যময় প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে অপরাধী হয় নাই, পরন্তু মুগ্ধ হইয়া সেই সকল ঐশ্বর্যমূঢ়জনগণের নয়নাকর্ষণের জন্য ধৃত হওয়ায় উহাতে মাধুর্য-দর্শন ও কৃষ্ণসেবার কথা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব। ভগবানের নাম ও ভগবদ্বস্তু——এই উভয় ব্যাপার মিলিত হইয়া রসময় নিত্যানন্দের স্বয়ং প্রকাশত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-নাম——এই দুই অপ্রাকৃত আস্বাদনীয় রসময় বস্তু, ইহা নিত্যানন্দকৃপায় জীবের জানিবার ব্যাঘাত হয় নাই।।৩৫৭।।

হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে।।৩৬৪।।
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ" বলি'।
সিংহনাদ করে শিশু হই' কুতূহলী।।৩৬৫।।
এইমত নিত্যানন্দ—বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ।।৩৬৬।।
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার।।৩৬৭।।
হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ।।৩৬৮।।
পুত্রপ্রায় করি' প্রভু সবারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া।।৩৬৯।।
কারেও বা বান্ধিয়া রাখেন নিজ-পাশে।
মারেন বান্ধেন—তবু অট্ট অট্ট হাসে'।।৩৭০।।

শ্রীগদাধর দাসের মন্দিরে—

একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে।
আইলেন তা'নে প্রীতি করিবার তরে।।৩৭১।।

নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-জন গদাধরদাসের অকৃত্রিম গোপীভাব অবৈধ আনুকরণিক কৃত্রিম সখীভেকীর পাষণ্ডতা নহে—

গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরমানন্দময়।।৩৭২।।
মস্তকে করিয়া গঙ্গা-জলের কলস।
নিরবধি ডাকে,—"কে কিনিবে গো-রস?"৩৭৩।।

শ্রীগদাধর-মন্দিরের শ্রীবালগোপাল-মূর্তিকে শ্রীনিত্যানন্দের বক্ষে স্থাপন—

শ্রীবাল-গোপাল-মূর্ত্তি তা'ন দেবালয়।
আছেন পরমলাবণ্যের সমুচ্চয়।।৩৭৪।।
দেখি' বাল-গোপালের মূর্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর।।৩৭৫।।
অনন্তহৃদয়ে দেখি' শ্রীবাল-গোপাল।
সর্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল।।৩৭৬।।
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ-মল্ল-রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল-লীলায়।।৩৭৭।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমাধবানন্দের দানখণ্ড-গান-শ্রবণ ও ভাবাবেশ—

দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি' অবধূত-সিংহ পরম সন্তোষ।।৩৭৮।।
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত-মণি।।৩৭৯।।
এইরূপ লীলা তান নিজ-প্রেম-রঙ্গে।
সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি' সঙ্গে।।৩৮০।।

যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বস্তু ও ব্যক্তিগণের সহিত সমজ্ঞান করে, উহারা 'পাষণ্ডী' শব্দবাচ্য। এইরূপ হরিসেবা-বিমুখ জনগণও নিত্যানন্দ-প্রভুর দর্শনে স্তব করিত। ভগবদ্দর্শনে তাহাদের জড়ভোগময় সংসার-দর্শন নিবৃত্ত হয়, সুতরাং আত্মনিবেদনই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। যাঁহাদের আত্মনিবেদন হয়,তাঁহারা পার্থিব দৃশ্যজগতে স্বীয় ভোগপরতা লক্ষ্য করে না অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ হন।।৩৫৮।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভোজনকালে, শয়নকালে, ভ্রমণ কালে, সকল সময়েই শ্রীগৌরহরির কথা কীর্তন করিতেন। তাঁহার বাক্যাবলীতে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কথার অধিষ্ঠান ছিল না। প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক কৃত্যে হরিকীর্তন সংশ্লিষ্ট ছিল। তজ্জন্যই শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রচার বর্ণন করিতে গিয়া নিত্যানন্দের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ-টীকায় ও ভক্তি-সন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যা তদা কীর্তনাখ্যভক্তিসংযোগনৈব কর্তব্যা।।"৩৬০।।

বালকগণের সহিত অবাধভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজস্নেহ বিতরণ করিতেন। কখনও তাহাদিগকে ভোজন করাইতেন, কখনও বা তাহাদিগকে চাপল্য হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য বন্ধন করিবার লীলা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। বালকগণ তাঁহাকে 'বলদেব' জানিয়া আপনাদিগকে শ্রীদামাদির অনুগত গোপ-বালক বলিয়া বিচার করিতেন।।৩৭০।।

দানখণ্ড-গান—কৃষ্ণের দানলীলা; 'দানকেলী-কৌমুদী'—বর্ণিত ব্যাপার বিষয়ক গান।।৩৭৮।।

শ্রীগদাধরদাসের অকৃত্রিম নিত্যসিদ্ধ গোপীভাব—

গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধরদাসে।
নিরবধি আপনাকে 'গোপী' হেন বাসে'।।৩৮১।।

দানখণ্ডলীলা-শ্রবণে শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্য ও প্রেমভক্তির বিকার—

দানখণ্ড-লীলা শুনি' নিত্যানন্দরায়।
যে নৃত্য করেন, তাহা বর্ণন না যায়।৩৮২।।
প্রেমভক্তি-বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম।।৩৮৩।।
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা।।৩৮৪।।
কি বা সে নয়নভঙ্গী, কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস।।৩৮৫।।
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা যোড়ে যোড়ে লম্ফ দেন মনোহর।।৩৮৬।।
যে দিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সে-ই-দিকে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণরসে ভাসে।।৩৮৭।।
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কা'র না থাকয়।।৩৮৮।।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি-মুনিগণে।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে-তে-জনে।।৩৮৯।।
হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ।।৩৯০।।
একমাস এক শিশু না করে আহার।
তথাপিহ সিংহপ্রায় সব ব্যবহার।।৩৯১।।
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দরায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য-মায়ায়।।৩৯২।।
এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে।
গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে।।৩৯৩।।
বাহ্য নাহি গদাধরদাসের শরীরে।
নিরবধি 'হরিবল' বলায় সবারে।।৩৯৪।।

গদাধরদাসের গ্রামে দুর্দান্ত ও কীর্তন-বিদ্বেষী কাজীর বাস—

সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্বার।
কীর্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার।।৩৯৫।।

প্রেমানন্দে মত্ত গদাধরের নির্ভয়ে নিশাভাগে কাজী-গৃহে গমন—

পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়।।৩৯৬।।
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তা'র ঘরে।।৩৯৭।।
নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে।।৩৯৮।।

সগণ কাজীকে দেখিয়া গদাধরের অবিলম্বে কৃষ্ণ-নামোচ্চারণের জন্য আদেশ—

দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সর্বগণে।
বলিবারে কা'রো কিছু না আইসে বদনে।।৩৯৯।।
গদাধর বলে,—"আরে, কাজী বেটা কোথা।
ঝাট 'কৃষ্ণ' বল, নহে ছিণ্ডোঁ তোর মাথা।।৪০০।।

ক্রুদ্ধ কাজীর গদাধরের ভাব-গতি-দর্শনে বিস্ময় ও গদাধরের আগমনের কারণ-জিজ্ঞাসা—

অগ্নি-হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির।
গদাধরদাস দেখি' মাত্র হৈলা স্থির।।৪০১।।
কাজী বলে,—"গদাধর, তুমি কেনে এথা?"
গদাধর বলেন,—"আছয়ে কিছু কথা।।৪০২।।

শ্রীগদাধর দাস আপনার স্বরূপসিদ্ধিতে নিরন্তর বাস করিয়া বাহ্যসখীর বেশ গ্রহণ করেন নাই। তিনিই সর্বদা গোপীর ভাবে মগ্ন ছিলেন; গোপীর বেশে কপটতা দেখান নাই।।৩৮১।।

অষ্টবিধ 'সাত্ত্বিক' ও তেত্রিশ প্রকার 'সঞ্চারী' ভাব।।৩৮৩।।

হস্তিসদৃশ বলশালী মানব তিনদিন উপবাস করিলে চলচ্ছক্তিরহিত হয় এবং তাহার দেহও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।।৩৯০।।

এঁড়িয়াদহ-গ্রামে ধর্মের অত্যন্ত বিরোধী প্রবল পরাক্রান্ত জনৈক কাজী সর্বদা হরিসংকীর্তনের বিদ্বেষ করিতেন।।৩৯৫।।

ঝাট—ঝটিতি, অবিলম্বে, শীঘ্র।।৪০০।।

গদাধরের উক্তি—শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাবতারে একমাত্র কাজীই হরিনামে বঞ্চিত; কাজীর মুখে হরিনাম-কীর্তন করাইবার জন্য গদাধরের কাজী-গৃহে আগমন—

'শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি'।
জগতের মুখে বলাইলা 'হরি হরি'।।৪০৩।।
সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম।
তাহা বলাইতে আইলাঙ তোমা'-স্থান।।৪০৪।।
পরম-মঙ্গল হরি-নাম বল তুমি।
তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি।।''৪০৫।।

হিংসকচরিত্র কাজীর বিস্ময়—

যদ্যপিহ কাজী মহা-হিংসক-চরিত।
তথাপি না বলে কিছু, হইলা স্তম্ভিত।।৪০৬।।

পরদিবস কাজীর 'হরি' বলিবার প্রতিশ্রুতি—

হাসি বলে কাজী,—''শুন দাস গদাধর!
কালি বলিবাঙ 'হরি', আজি যাহ ঘর।।''৪০৭।।

কাজীর মুখে হরিনাম শুনিয়া গদাধরের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ ও আনন্দে নৃত্য—

হরিনাম-মাত্র শুনিলেন তা'র মুখে।
গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে।।৪০৮।।
গদাধরদাস বলে,—''আর কালি কেনে।
এই ত' বলিলা 'হরি' আপন বদনে।।৪০৯।।
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ।।''৪১০।।
এত বলি' পরম-উন্মাদে গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর।।৪১১।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক গদাধরদাসের মহিমা-কথন—

কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান যাঁহার শরীরে।।৪১২।।
হেনমত গদাধর দাসের মহিমা।
চৈতন্য-পার্ষদ-মধ্যে যাঁহার গণনা।।৪১৩।।
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে।।৪১৪।।
হেন কাজী দুর্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়।।৪১৫।।
হেন জন পাসরিল সব হিংসাধর্ম।
ইহারে সে বলি—'কৃষ্ণ'-আবেশের কর্ম।।৪১৬।।

নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের নিত্যানন্দ-কৃপায় অকৃত্রিম কৃষ্ণভাবের পরিচয়—

সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় যাঁহার শরীরে।
অগ্নি-সর্প ব্যাঘ্র তারে লঙ্ঘিতে না পারে।।৪১৭।।
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ।।৪১৮।।
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়।।৪১৯।।
ভজ ভাই, হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাঁহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ।।৪২০।।

যদিও ধর্মবিরোধী কাজী মহা-হিংস্রক ছিলেন, তথাপি গদাধরের সরলতা দেখিয়া তাঁহার হাস্যের উদয় হইল। তিনি রহস্যমুখে বলিলেন—''আগামী কল্য আমি তোমার কথামত 'হরি' বলিব, অদ্য তুমি স্বগৃহে গমন কর।'' ইহাতে গদাধরদাসের কাজীমুখে হরিনাম শুনিয়া বিশেষ আনন্দ হইল।।৪০৭।।

এঁড়িয়াদহের কাজী বড়ই দুর্দান্ত ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সম্মান বা সন্ধান না রাখিতেন, কাজী সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের জাতি নাশ করিতেন। এইরূপ শ্রেণীর লোকের হিংসাধর্মও শ্রীগদাধর দাস, দূরীভূত করাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কৃষ্ণাবেশ-লীলাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।।৪১৪-৪১৬।।

সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জনগণকে আক্রমণ করে না, অগ্নি তাহাদিগকে দহন করে না।।৪১৭।।

ব্রহ্মাদি আধিকারিকদেবগণ গোপীগণের কৃষ্ণানুশীলন বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ইঙ্গিতমাত্রে নিজ ভৃত্যগণকে অনুগ্রহপূর্বক ব্রহ্মাদি-দুর্লভ গোপীর অনুরাগ প্রদান করিলেন।।৪১৮-৪১৯।।

সপার্ষদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-যাত্রা—

তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কতদিনে।
শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে।।৪২১।।
শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি।
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি।।৪২২।।

খড়দহগ্রামে পুরন্দরপণ্ডিত দেবালয়ে—

তবে আইলেন প্রভু খড়দহগ্রামে।
পুরন্দরপণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে।।৪২৩।।
খড়দহগ্রামে আসি' নিত্যানন্দরায়।
যত নৃত্য করিলেন—কহনে না যায়।।৪২৪।।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি' করে সিংহনাদ।।৪২৫।।

চৈতন্যদাসের অঙ্গে প্রেমভক্তির অভিব্যক্তি—

বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে।।৪২৬।।
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে।।৪২৭।।
মহা-অজগরসর্প লই' নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে।।৪২৮।।
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয়।।৪২৯।।
সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
ব্রহ্মার দুর্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায়।।৪৩০।।
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা।।৪৩১।।
দুই তিন দিন মজ্জি' জলের ভিতরে।
থাকেন, কখনো দুঃখ না হয় শরীরে।।৪৩২।।
জড়-প্রায় অলক্ষিত-সর্ব-ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার।।৪৩৩।।
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার।।৪৩৪।।

সুযোগ্য চৈতন্যদাসের মুরারিপণ্ডিত-মহিমা—

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।
যাঁ'র বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত।।৪৩৫।।

অদ্বৈতের শ্রীচৈতন্যানুগত্যবিচারের বিরোধিগণের "চৈতন্যদাস" আখ্যার ফল্গুত্ব—

এবে কেহ বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নেহ না বলে শ্রীচৈতন্য-গুণ-গ্রাম।।৪৩৬।।
অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাঁ'র ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য।।৪৩৭।।
জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বশক্তি।।৪৩৮।।
সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে'।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে'।।৪৩৯।।
সেহ ছার বলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান।।৪৪০।।
এ পাপীরে 'অদ্বৈতের লোক' বলে যে।
অদ্বৈত-হৃদয় কভু নাহি জানে সে।।৪৪১।।
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এই মত এ সব চৈতন্য-দাসগণ।।৪৪২।।

জলচর অনুক্ষণ জলে থাকে, স্থলচর জীব তথায় অধিকক্ষণ থাকিতে অসমর্থ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদাস জলে প্রস্তরাদির ন্যায় অনেক দিন থাকিয়াও কোন অসুবিধা বোধ করিতেন না। তিনি চেতনের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করিতেন না।।৪৩২।।

অদ্বৈত প্রভুর একজন কপট ভক্ত আপনাকে 'চৈতন্যদাস' নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার বিচার ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—রাধিকা, আর অদ্বৈতপ্রভু—কৃষ্ণ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু; শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—শ্রীচৈতন্যভক্ত। এই চৈতন্যদাসব্রুব শ্রীচৈতন্যবিরোধীই ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহেই শ্রীঅদ্বৈত সর্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই কথা বিচার না করিয়া ঐ অতিবাড়ী অদ্বৈতভক্তাভিমানী ঐ প্রকার উক্তিতে শ্রীঅদ্বৈতের নিন্দা হয় বলিয়া বলিত। এই পাপিষ্ঠকে যে 'অদ্বৈতানুগ' বলিয়া মনে করে, সে অদ্বৈতের চিন্তা-স্রোত বুঝিতে পারে না বা পারে নাই।।৪৪০।।

সপ্তগ্রামে সপার্ষদ নিত্যানন্দ—

কতদিনে থাকি' নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ-সহে।।৪৪৩।।

সপ্তগ্রামে সপ্তর্ষি-স্থান ত্রিবেণীঘাট—

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম।।৪৪৪।।
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি' পাইলেন গোবিন্দচরণ।।৪৪৬।।
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম।।৪৪৬।।
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্বপাপ-ক্ষয় হয় যাঁ'র দরশনে।।৪৪৭।।

ত্রিবেণীঘাটে শ্রীনিত্যানন্দের স্নান—

নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ববৃন্দে।।৪৪৮।।

ত্রিবেণীতীরে উদ্ধারণ-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ—

উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে।।৪৪৯।।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতব দত্ত-উদ্ধারণ।।৪৫০।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তাঁ'র।।৪৫১।।
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর।।৪৫২।।

নিত্যসিদ্ধ নিত্যানন্দ-ভৃত্য উদ্ধারণের কৃপায় বণিক্‌কুলের উদ্ধার—

যতেক বণিক্-কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে।।৪৫৩।।
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার।।৪৫৪।।

সপ্তগ্রামস্থ তদানীন্তন বণিক্‌কুলের প্রতি পতিতপাবন নিত্যানন্দের অহৈতুক-কৃপা—

সপ্তগ্রাম সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্তনে বিহরে।।৪৫৫।।
বণিক্-সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ।।৪৫৬।।
বণিক্ সবার কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে।।৪৫৭।।
নিত্যানন্দ-প্রভুবর-মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার।।৪৫৮।।

সংস্কৃত-ভাষায় রাক্ষসের পর্যায়ে 'পুণ্যজন' শব্দ কথিত হয়। সুতরাং আপনাকে আপনি চৈতন্যদাস বলিলে লোকপ্রতারণামাত্র হয়। যাঁহারা পুণ্যজন-শব্দের রূঢ় অর্থ বুঝেন না, তাঁহারা উহাকে ভাল অর্থেই বিচার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যেরূপ বিরুদ্ধ অর্থে প্রযুক্ত, তদ্রূপ 'চৈতন্যদাস' প্রভৃতি নাম প্রকৃত অর্থে সংজ্ঞিত না হইয়া শ্রীচৈতন্যের গ্লানিকারকের নাম-রূপে ব্যবহৃত হইলে উক্ত নামধারী কখনও প্রকৃত 'চৈতন্যদাস' হইতে পারেন না।।৪৪২।।

সপ্তগ্রাম—বিস্তৃত বিবরণ (চৈঃ চঃ আঃ ১১।৪১) অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য।।৪৪৩।।

অদ্যাপি গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনার সম্মিলনের স্থানটি 'ত্রিবেণী' বলিয়া পরিচিত। কাঁচরাপাড়ার নিকট এখনও যমুনা-নদীর প্রাচীন খাত বর্তমান। উহা কিছুদিন পূর্বে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পতিত হইয়াছিল। গোবরডাঙ্গার নীচে যমুনা-খাতের অবস্থিতির প্রবাদ অদ্যাপি বর্তমান।।৪৪৪-৪৮।।

নিত্যানন্দপ্রভু—সাক্ষাৎ বলদেব; তাঁহার সেবাধিকার লাভ করা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ, কিন্তু তাঁহার প্রিয় সেবক শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর সেই সৌভাগ্য লাভ করিলেন।।৪৫১।।

শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর সুবর্ণবণিক্‌কুলে প্রকটিত হইয়াছিলেন। সামাজিক বিচার-মতে ঐ কুল 'অবর-কুল'-নামে প্রসিদ্ধ। অবর-কূলে আবির্ভূত হইয়া তিনি শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাপাত্র ছিলেন। তাঁহার আদর্শে যাবতীয় অবরকুলোদ্ভূত জনগণ স্ব-স্ব-বর্ণাভিমানের অধমতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কালেয়োর, ভাঙ্গারী প্রভৃতি অবর বৈশ্যজাতিগুলিও হরিভজন-পরায়ণ হইয়াছিলেন।।৪৫৩।।

সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ-রায়।
গণ-সহ সংকীর্তন করেন লীলায়।।৪৫৯।।

সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের নিশিদিন সংকীর্তন বিহার—

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন-বিহার।
শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার।।৪৬০।।
পূর্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে।।৪৬১।।
রাত্রিদিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা-ভয়।
সর্বদিকে হৈল হরিসংকীর্তনময়।।৪৬২।।
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দ প্রভুবর কীর্তনে বিহরে।।৪৬৩।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে।।৪৬৪।।

বিষ্ণুদ্রোহী যবনেরও পতিতপাবন-নিত্যানন্দ-চরণে শরণ-গ্রহণ—

অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ।।৪৬৫।।
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার।।৪৬৬।।
জয় জয় অবধূত-চন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়।।৪৬৭।।
এই মতে সপ্তগ্রামে, আম্বুয়া-মুল্লুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে।।৪৬৮।।

শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও প্রভুদ্বয়ের কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ—

তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্যগোসাঞী প্রিয়বিগ্রহের ঘরে।।৪৬৯।।
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন সুখ।।৪৭০।।
'হরি' বলি' লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার।।৪৭১।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপ অদ্বৈত করি' কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'ন প্রেমানন্দ-জলে।।৪৭২।।
দোঁহে দোঁহা দেখি' বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্বচনীয় রস।।৪৭৩।।
দোঁহে দোঁহা ধরি' গড়ি' যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে।।৪৭৪।।
কোটি সিংহ জিনি' দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ।।৪৭৫।।
তবে কতক্ষণে দুই-প্রভু হইলা স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর।।৪৭৬।।

অদ্বৈত-কর্তৃক নিত্যানন্দের স্তুতি—

করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি।।৪৭৭।।
"তুমি নিত্যানন্দ-মূর্তি নিত্যানন্দ-নাম।
মূর্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম।।৪৭৮।।
সর্ব-জীব-পরিত্রাণ তুমি মহা-হেতু।
মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য-ধর্মসেতু।।৪৭৯।।
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবৃক্ষে ধর পূর্ণশক্তি।।৪৮০।।
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি 'ভক্ত' নাম যাঁ'র।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবাকার।।৪৮১।।
বিষ্ণুভক্তি সবেই পায়েন তোমা' হইতে।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে তোমাতে।।৪৮২।।

সুবর্ণবণিক্‌কুল স্বভাবতঃ অশিক্ষিত, মূর্খ ও সর্বদা জড়ীয় কনকচিন্তা-রত থাকায় কলুষিতচিত্ত ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রকটকালের যাবতীয় বণিক্‌কুলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরবর্তি-সময়ে নিত্যানন্দবিরোধী ঐ বণিক্‌কুলেই উদ্ভূত কোন কোন ভক্তব্রুব হরিবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন।।৪৫৮।।

চত্বর----প্রাঙ্গণ, আবাস।।৪৬৩।।

যবনস্বভাব জনগণ----ভগবদ্‌বিদ্বেষী অবৈষ্ণব।।৪৬৫।।

ব্রাহ্মণ----সর্বোত্তম এবং যবন----সর্বসংস্কারবর্জিত অধম।।৪৬৬।।

পতিতপাবন তুমি দোষ-দৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যা'র আছে বহু পুণ্য।।৪৮৩।।
সর্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডে' স্মরণে যাঁহার।।৪৮৪।।
যদি তুমি প্রকাশ না কর' আপনারে।
তবে কা'র শক্তি আছে জানিতে তোমারে? ৪৮৫।।
অক্রোধ পরানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্র-বদন-আদি দেব মহীধর।।৪৮৬।।
রক্ষকুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র।
তুমি গোপ-পুত্র হলধর মূর্তিমন্ত।।৪৮৭।।
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে।।৪৮৮।।
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা' হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে জনে।।''৪৮৯।।
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা।।৪৯০।।

নিত্যানন্দ-প্রভাব ও অদ্বৈত—

অদ্বৈত যে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ।।৪৯১।।

উভয়ের কোন্দল পরানন্দতাৎপর্যময়—

তবে যে কলহ হের অন্যোঽন্যে বাজে।
সে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে।।৪৯২।।
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কা'র?
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যাঁ'র।।৪৯৩।।

উভয়ের কৃষ্ণ-কথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে দিবস-যাপন—

হেন মতে দুই প্রভুবর মহারঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-প্রসঙ্গে।।৪৯৪।।
অনেক রহস্য করি' অদ্বৈত-সহিত।
অশেষ প্রকারে তা'ন জন্মাইলা প্রীত।।৪৯৫।।
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই' অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি।।৪৯৬।।

শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে শচীমাতার সমীপে আগমন ও প্রণতি—

সেইমতে সর্বাদ্যে আইলা আই-স্থানে।
আসি' নমস্করিলেন আইর চরণে।।৪৯৭।।

'আই'র আনন্দ ও উক্তি—

নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে দেখি' শচী-আই।
কি আনন্দ পাইলেন—তা'র অন্ত নাই।।৪৯৮।।
আই বলে,—''বাপ, তুমি সত্য অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাঙ আমি।।৪৯৯।।
মোর চিত্ত জানি' তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা' চিনিতে পারে সংসার-ভিতর।।৫০০।।
কতদিন থাক বাপ, নবদ্বীপ বাসে।
যেন তোমা' দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে।।৫০১।।
মুঞি দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিতা তারিতে।।''৫০২।।
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে' নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি-অন্ত।।৫০৩।।

নিত্যানন্দের প্রত্যুত্তর—

নিত্যানন্দ বলে,—''শুন আই, সর্বমাতা।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ হেথা।।৫০৪।।
মোর বড় ইচ্ছা তোমা' দেখিতে হেথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়।।''৫০৫।।

নবদ্বীপে সপার্ষদ নিত্যানন্দের কীর্তন-বিহার—

হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দ-যুক্ত হইয়া।।৫০৬।।
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি ঘরে ঘরে।
সব-পারিষদ-সঙ্গে কীর্তন বিহরে।।৫০৭।।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু স্তব করিবার মুখে বলিলেন—''তুমি পতিত-পাবন—দীন জগতের দোষ দর্শন কর না। অত্যন্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ তোমাকে বুঝিতে পারে না। তুমি—সর্বযজ্ঞ-কলেবর; তোমার স্মরণে অবিদ্যা-বন্ধন খণ্ডিত হয়।।''৪৮৩-৪৮৪।।

তথ্য। ''অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতা'' (শ্রীস্বরূপকড়চা)।।৪৯৩।।

নবদ্বীপে আসি' প্রভুবর-নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্তনে আনন্দ মূর্তিমন্ত।।৫০৮।।
প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ-সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সংকীর্তন-রঙ্গে।।৫০৯।।

শ্রীনিত্যানন্দের সংকীর্তন-মল্লবেশ—

পরম মোহন সংকীর্তন-মল্ল-বেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ।।৫১০।।
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্ট-বাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস।।৫১১।।
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার।।৫১২।।
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে।।৫১৩।।
গোরোচনা-চন্দনে লেপিত সর্ব-অঙ্গ।
নিরবধি বাল-গোপালের প্রায় রঙ্গ।।৫১৪।।
কি অপূর্ব লৌহ-দণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ-অঙ্গুলি সুবর্ণমুদ্রিকায়।।৫১৫।।
শুক্ল, নীল, পীত—বহুবিধ পট্ট-বাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস।।৫১৬।।
বেত্র, বংশী, পাচনী জঠরপটে শোভে।
যা'র দরশন ধ্যান জগ-মনোলোভে'।।৫১৭।।
রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুরধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে।।৫১৮।।
যে-দিকে চা'হেন প্রভুবর নিত্যানন্দ।
সেই-দিকে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্তিমন্ত।।৫১৯।।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীনিত্যানন্দের বিলাস—

হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি নবদ্বীপে।।৫২০।।

মথুরা-রাজধানীর ন্যায় শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ—

নবদ্বীপ—যেহেন মথুরা-রাজধানী।
কত-মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি।।৫২১।।

তথায় সুজনের বাসের ন্যায় অসংখ্য দুর্জনেরও বাস—

হেন সব সুজন আছেন, যাহা দেখি'।
সর্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী।।৫২২।।
তথি মধ্যে দুর্জন যে কত কত বৈসে।
সর্ব-ধর্ম ঘুচে তা'র ছায়ার পরশে।।৫২৩।।

দুর্জনেরও নিত্যানন্দ-কৃপায় কৃষ্ণে রতিমতি লাভ—

তাহারাও নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায়।।৫২৪।।

চৈতন্যের স্বয়ং এবং তাঁহার স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যানন্দের দ্বারা ত্রিভুবন-উদ্ধার—

আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন।।৫২৫।।

পতিতোদ্ধারে পতিতপাবন নিত্যানন্দ—

চোর-দস্যু-অধম-পতিত-নাম যা'র।
নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার।।৫২৬।।
শুন শুন নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যে-মতে করিলা পরিত্রাণ।।৫২৭।।

নবদ্বীপস্থ জনৈক দস্যুদলপতি ব্রাহ্মণপুত্রের আখ্যান—

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর।।৫২৮।।
যত চোর দস্যু—তা'র মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি।।৫২৯।।
পর-বধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে।।৫৩০।।

নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার-হরণার্থ উক্ত দস্যুদলপতির নিত্যানন্দ-সঙ্গে অনুক্ষণ ভ্রমণ—

নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখি' অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবালমণি মুক্তা দিব্যহার।।৫৩১।।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি' বহুবিধ ধন।
হরিতে' হইল দস্যু-ব্রাহ্মণের মন।।৫৩২।।

দশ-পক্ষে-মাসে—দশদিন অন্তর, পনরদিন অন্তর বা একমাস অন্তর।।৫০১।।

সুকৃতিসম্পন্ন জনগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্কীর্তনে প্রধান উদ্‌যোগী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।।৫১০।।

মায়া করি' নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাহান ধন হরিবার রঙ্গে।।৫৩৩।।

অন্তর্যামী নিত্যানন্দের হিরণ্যপণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে নিভৃতে অবস্থান—

অন্তরে পরম দুষ্ট দ্বিজ ভাল নয়।
জানিলেন নিত্যানন্দ অন্তর-হৃদয়।।৫৩৪।।
হিরণ্যপণ্ডিত-নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেই নবদ্বীপে বৈসে—মহা-অকিঞ্চন।।৫৩৫।।
সেই ভাগ্যবন্তের মন্দিরে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ।।৫৩৬।।

দস্যুদলপতির দস্যুগণসহ যুক্তি—

সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরম দুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি।।৫৩৭।।
"আরে ভাই, সবে আর কেনে দুঃখ পাই।
চণ্ডী-মা'য়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি।।৫৩৮।।
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোনা মুক্তা হীরা কসা বই নাহি আর।।৫৩৯।।
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী-মা'য়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি'।।৫৪০।।
শূন্য বাড়ী-মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে।।৫৪১।।
ঢাল খাঁড়া লই' সবে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়।।৫৪২।।
এই মত যুক্তি করি' সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ জানি' করিল গমন।।৫৪৩।।

নিশাভাগে দস্যুগণের অস্ত্রশস্ত্রসহ নিত্যানন্দের অবস্থিতি-স্থান-বেষ্টন—

খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে।।৫৪৪।।
এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন।।৫৪৫।।

নিত্যানন্দের ভোজন ও ভক্তগণের চতুর্দিকে হরিনাম-কীর্তন, নিশাশেষেও কৃষ্ণানন্দে সকলেই সম্বিদ্‌গ্রস্ত—

নিত্যানন্দ প্রভুবর করেন ভোজন।
চতুর্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ।।৫৪৬।।
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ।
কেহ করে সিংহনাদ, কেহ বা গর্জন।।৫৪৭।।
রোদন করয়ে কেহ পরমানন্দ-রসে।
কেহ করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে'।।৫৪৮।।
'হৈ হৈ হায় হায়' করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সবাই চেতন।।৫৪৯।।
চর আসি' কহিলেক দস্যুগণ-স্থানে।
"ভাত খায় অবধূত, জাগে সর্বজনে।।"৫৫০।।

দস্যুগণের আকাশকুসুম রচনা—

দস্যুগণ বলে,—"সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি' সবে হানা দিব গিয়া।।"৫৫১।।
বসিলা সকল দস্যু এক-বৃক্ষতলে।
পর ধন লইবেক—এই কুতূহলে।।৫৫২।।
কেহ বলে,—"মোহার সোনার তাড়-বালা।"
কেহ বলে,—"মুঞি নিমু মুকুতার মালা।।"৫৫৩।।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি----নবদ্বীপ; নবদ্বীপের ঐ অংশটি----"শ্রীধাম-মায়াপুর"-নামে খ্যাত।।৫২০।।

নামে সে ব্রাহ্মণ----ব্রাহ্মণব্রুব; পদ্মপুরাণ ও মনু ৭।৮৫ শ্লোকে ব্রাহ্মণ-ব্রুবের লক্ষণ ও সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।।৫২৯।।

সুব্রাহ্মণের লক্ষণ----মহা-অকিঞ্চনতা।।৫৩৫।।

আমাদের ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিতে শ্রীচণ্ডীমাতাই একমাত্র আশ্রয়। তিনি দয়া করিয়া আমাদের দস্যুবৃত্তির উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।।৫৩৮।।

হানা----তর্জন-গর্জন করিয়া আক্রমণ।।৫৫১।।

কেহ বলে,—"মুঞি নিমু কর্ণ-আভরণ।
"স্বর্ণহার নিমু মুঞি" বলে—কোন জন।।৫৫৪।।
কেহ বলে,—"মুঞি নিমু রজত নূপুর।"
সবে এই মনকলা খায়েন প্রচুর।।৫৫৫।।

নিত্যানন্দের ইচ্ছায় দস্যুগণের চক্ষে নিদ্রাবির্ভাব—

হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা-ভগবতী আসি' চাপিলা সবায়।।৫৫৬।।
সেইখানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সবে মহা অচেতন।।৫৫৭।।
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল, তবু নাহিক সম্বিত।।৫৫৮।।

কাকরবে প্রাতঃকালে দস্যুগণের জাগরণ—

কাক-রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি' সবে হৈল দুঃখ মন।।৫৫৯।।

সসম্ভ্রমে অস্ত্রশস্ত্র গুপ্তস্থানে রাখিয়া গঙ্গাস্নানে গমন—

আস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গা-স্নানে।।৫৬০।।

পরস্পর দোষারোপ ও চণ্ডীর দোহাই—

শেষে সব দস্যুগণ নিজ-স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা।।৫৬১।।
কেহ বলে,—"তুই আগে ঘুমায়ে পড়িলি।"
কেহ বলে,—"তুই বড় জাগিয়া আছিলি।।"৫৬২।।
কেহ বলে,—"কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা-ধর্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবার।।"৫৬৩।।
দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বলয়ে,—"কলহ করহ কেনে আর?৫৬৪।।
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায়।।৫৬৫।।
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি-চণ্ডী-পূজিয়া গেলাঙ তে-কারণে।।৫৬৬।।
ভাল করি' আজি সবে মদ্য-মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া।।"৫৬৭।।

দস্যুগণের মদ্যমাংসাদি-দ্বারা চণ্ডীপূজা—

এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য-মাংস দিয়া সব করিলা পূজন।।৫৬৮।।

অন্যদিনে দস্যুগণের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক নিত্যানন্দের বাসস্থান-বেষ্টন—

আর দিন দস্যুগণ কাচি' নানা বস্ত্র।
আইলেন বীর ছাঁদে পরি' নীল-বস্ত্র।।৫৬৯।।
মহা-নিশা—সর্বলোক আছয়ে শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে।।৫৭০।।

নিত্যানন্দ-বাসস্থানের চতুর্দিকে অভূতপূর্ব হরিনামকীর্তনকারী দর্শন—

বাড়ীর নিকটে থাকি' দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে।।৫৭১।।

বহু অস্ত্রধারী পদাতিক-দর্শনে দস্যুগণের বিস্ময় ও পরস্পর নানাপ্রকার অনুমান-উক্তি, তথা নিত্যানন্দ-প্রভাব-কীর্তন—

চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ।।৫৭২।।
পরম প্রকাণ্ডমূর্তি—সবেই উদ্দণ্ড।
নানা-অস্ত্রধারী সবে—পরম প্রচণ্ড।।৫৭৩।।
সর্বদস্যুগণ দেখে তা'র একোজনে।
শতজনো মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে।।৫৭৪।।
সবার গলায় মালা, সর্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নামসংকীর্তন।।৫৭৫।।
নিত্যানন্দ-প্রভুবর আছেন শয়নে।
চতুর্দ্দিকে 'কৃষ্ণ' গায় সেই-সব-গণে।।৫৭৬।।

মনকলা—কল্পনায় বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু।।৫৫৫।।
আজি স্থানে পাঠান্তর 'আসি'।।৫৬৬।।
চণ্ডীপূজার উপকরণ—মদ্য ও মাংস।।৫৬৭।।
পাইক পদাতিকগণ; রাখে—রক্ষা করে।।৫৭১।।

দস্যুগণ দেখি' বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি' সবে বসিলেন এক ভিত।।৫৭৭।।
সর্বদস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে।।"৫৭৮।।
কেহ বলে,—"অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহার পাইক আনিঞাছয়ে মাগিয়া।।"৫৭৯।।
কেহ বলে,—"ভাই অবধূত বড় 'জ্ঞানী'।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি।।৫৮০।।
জ্ঞানবান্ বড় অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয়।।৫৮১।।
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের মত নাহি দেখি এক জন।।৫৮২।।
হেন বুঝি—এই সব শক্তির প্রভাবে।
'গোসাঞী' করিয়া তা'নে কহে সবে।।৫৮৩।।
আর কেহ বলে,—"তুমি অবুধ যে ভাই!
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞী।।"৫৮৪।।
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বলয়ে,—"জানিলাঙ সকল কারণ।।৫৮৫।।
যত বড় বড় লোক চারিদিক্ হৈতে।
সবেই আইসেন অবধূতেরে দেখিতে।।৫৮৬।।
কোন দিক্ হইতে কোন রাজার লস্কর।
আসিয়াছে, তা'র পদাতিক বহুতর।।৫৮৭।।
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে 'হরি হরি' করে জপ।।৫৮৮।।

পদাতিকগণকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ ১০ দিন ঘরের বাহির না হইবার জন্য দস্যুদলপতির যুক্তি—

এবে নহে, কোন পদাতিক আনি থাকে।
তবে কত দিন এড়াইব এই পাকে।।৫৮৯।।
অতএব চল সবে আজি ঘরে যাই।
চুপে চাপে দিন দশ বসি' থাকি ভাই।।"৫৯০।।
এত বলি' দস্যুগণ গেল নিজ ঘরে।
অবধূতচন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে।।৫৯১।।

নিত্যানন্দচরণ-ভজনকারীরই যখন অনায়াসে সর্ববিঘ্নের খণ্ডন হয়, তখন নিত্যানন্দ প্রভুর বিঘ্নকারীর অস্তিত্ব কোথায়?—

নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ববিঘ্ন খণ্ডে' তাহা সবার স্মরণে।।৫৯২।।
হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন্ জনে।।৫৯৩।।

নিত্যানন্দদাসের স্মরণে অবিদ্যা-খণ্ডন—

অবিদ্যা খণ্ডয়ে যাঁ'র দাসের স্মরণে।
সে প্রভুরে বিঘ্ন করিবেক কোন্ জনে।।৫৯৪।।

সর্বগণসহ বিঘ্ননাথ নিত্যানন্দদাস, বিশ্ব-বিনাশক রুদ্র নিত্যানন্দের অংশাংশ—

সর্বগণ-সহ বিঘ্ননাথ যাঁ'র দাস।
যাঁ'র অংশ রুদ্র করে জগত-বিনাশ।।৫৯৫।।

নিত্যানন্দ-অংশাংশ শেষের আলোড়নে ভূমিকম্প—

যাঁ'র অংশ নড়িতে ভুবন-কম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কা'রে তা'ন ভয়।।৫৯৬।।

যিনি ভোজন করেন, এবং যিনি অলঙ্কারবস্ত্রাদি পরিধান করেন, তিনি কি প্রকার সংযত ব্যক্তি?।।৫৮৪।।

ভাবক—ভাবুক।।৫৮৮।।

মৎসরস্বভাব জনগণ সাধুগণের সদুদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তাহারা দুঃস্বভাববশে জগতের সকল প্রকার উপকারের বাধা দেয়। শ্রীনিত্যানন্দ কৃষ্ণসেবা-কামী হইয়া যে সকল চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন মৎসরস্বভাব ব্যক্তি বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না।।৫৯৩।।

যে শ্রীনিত্যানন্দের অনুগত ভৃত্যের কথা কোন ব্যক্তির স্মৃতিপথে উদিত হইলে তাহার কোন প্রকার ভগবদ্বৈমুখ্যরূপ অবিদ্যার কার্য সংরক্ষিত হইতে পারে না, তাহার সকল দুর্বুদ্ধি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই ভগবদ্ভৃত্যগণের প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের বিঘ্ন-সাধনে কেহই সমর্থ হয় না।।৫৯৪।।

সর্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন।।৫৯৭।।
সর্ব-অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব—রোহিণী-কুমার।।৫৯৮।।
কর্পূর, তাম্বূল প্রভু করেন চর্বণ।
ঈষৎ হাসিয়া মোহে' জগজন-মন।।৫৯৯।।
অভয়-পরমানন্দ বুলে সর্বস্থানে।
অভয়-পরমানন্দ ভক্ত-গোষ্ঠীসনে।।৬০০।।

তৃতীয়বার দস্যুগণের নিত্যানন্দ বাসস্থানের সমীপে আগমন—

আরবার যুক্তি করি' পাপী দস্যুগণে।
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের ভবনে।।৬০১।।
দৈবে সেই দিনে মহা-মেঘে অন্ধকার।
মহা-ঘোর-নিশা—নাহিলোকের সঞ্চার।।৬০২।।
মহা-ভয়ঙ্কর নিশা চোর-দস্যুগণ।
দশ-পাঁচ অস্ত্র একো জনের কাচন।।৬০৩।।

সকলের অন্ধতা-প্রাপ্তি ও গর্তে পতন—

প্রবিষ্ট হইল মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈল অন্ধ, কেহ চাহিতে না পারে।।৬০৪।।
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যুগণ।
সবেই হইল হত-প্রাণ-বুদ্ধি-মন।।৬০৫।।
কেহ গিয়া পড়ে গড়-খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তা'রে কামড়াই' মারে।।৬০৬।।
উচ্ছিষ্ট গর্তেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে।।৬০৭।।
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব অঙ্গে ফুটে কাঁটা, নড়িতে না পারে।।৬০৮।।
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্ত পদ ভাঙ্গি' কেহ করয়ে ক্রন্দন।।৬০৯।।
সেইখানে কা'রো কা'রো গা'য়ে আইল জ্বর।
সর্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর।।৬১০।।

ইন্দ্রের মহাঝড়বৃষ্টি প্রকাশপূর্বক
নিত্যানন্দ-সেবা—

হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা-ঝড়-বৃষ্টি তথি।।৬১১।।
একে মরে দস্যু পোক-জোঁকের কামড়ে।
বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি-ঝড়ে।।৬১২।।
শিলাবৃষ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে।।৬১৩।।
হেন সে পড়য়ে একো মহাঝনঝনা।
ত্রাসে মূর্ছা যায় সবে পাসরি' 'আপনা'।।৬১৪।।

বিশ্বজগৎ ধ্বংস করিতে যে নিত্যানন্দ প্রভুর অংশ-কলা গুণাবতাররূপি-রুদ্রই সমর্থ হন, সকলগণ-সহ গণপতি যাঁহার কৈঙ্কর্য্য করিতে সর্বদা ব্যস্ত, যাঁহার অংশ পৃথিবীর ধারক শ্রীঅনন্ত একটু চঞ্চল হইলেই চতুর্দশ ভুবন কম্পিত হয়, সেই নিত্যানন্দ প্রভু অপরের নিকট হইতে কিরূপে ভীত হইবেন ?৫৯৫-৫৯৬।।

তথ্য। যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ। ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা।। (ভাঃ ১০।৮৫।৩১)।। মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ।। (ভাঃ ৩।২৫।৪২)।। যোঽন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ। স বিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ।। ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ। আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তং জনমন্তকৃৎ।। যদভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি যদভয়াৎ। যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ।। যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ। স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পানি চ ফলানি চ।। স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ। অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ।। অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভঃ। লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম।। গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিযস্য যদ্ভয়াৎ। বর্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্।। সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ। জনং জনেন জনয়ন্মারয়ন্ মৃত্যুনান্তকম্।। (ভাঃ৩।২৯।৩৮-৪৫) যৎপাদ-পল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ। বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।। (ব্রহ্মসংহিতা-৫ম অধ্যায় ৫০ শ্লোক)।।৫৯৫।।

কাচন—সজ্জা।।৬০৩।।

মহাবৃষ্টি দস্যুগণ ভিজে নিরন্তর।
মহা-শীতে সভার কম্পিত কলেবর।।৬১৫।।
অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা-ঝড় বৃষ্টি-শীতে।।৬১৬।।
নিত্যানন্দ-দ্রোহে আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন দুঃখ দিয়া।।৬১৭।।

দস্যুসেনা-পতির নিত্যানন্দ-ঐশ্বর্য-স্মরণে জ্ঞানোদয়—

কতোক্ষণে দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তা'র হইল স্মরণ।।৬১৮।।
মনে ভাবে' বিপ্র—''নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্য কভু নহে।।৬১৯।।
একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায়।
তথাপিহ না বুঝিলুঁ ঈশ্বর-মায়ায়।।৬২০।।
আর দিন মহা-অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন।।৬২১।।
যোগ্য মুঞি-পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলুঁ মতি।।৬২২।।
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বই মোরে গতি নাহি আর।।''৬২৩।।

দস্যুসেনাপতির নিত্যানন্দ-চরণে শরণগ্রহণ; অশোক-অভয়-অমৃতের আধার নিতাই-পাদপদ্ম—

এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ।।৬২৪।।
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার।।৬২৫।।

দস্যুসেনাপতির নিত্যানন্দ-স্তব—

''রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল-গোপাল!
রক্ষা কর' প্রভু, তুমি সর্বজীব-পাল।।৬২৬।।
যে জন আছাড় প্রভু, পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তা'রে হয়েন সহায়।।৬২৭।।
এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে।।৬২৮।।
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ।।৬২৯।।
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী।।৬৩০।।
সর্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে, খণ্ডয়ে তা'র সংসার-বন্ধন।।৬৩১।।
জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু, কর পরিত্রাণ।।৬৩২।।
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু, কর আজি রক্ষা।
যদি জীঙ প্রভু, তবে কৈনু এই শিক্ষা।।৬৩৩।।
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি, মুঞি তোর দাস।
কিবা জীঙ মরোঁ এই হউ মোর আশ।।''৬৩৪।।

পতিতপাবন নিত্যানন্দের দস্যুদল-উদ্ধার—

কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার।
শুনি' করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার।।৬৩৫।।

দস্যুগণের যাবতীয় দণ্ড ও উৎপাত-মোচন, গৃহে গমন ও গঙ্গাস্নান—

এই মত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সবার হইল দুই চক্ষু-বিমোচন।।৬৩৬।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরণ-প্রভাবে।
ঝড় বৃষ্টি আর কা'র দেহে নাহি লাগে।।৬৩৭।।
কতক্ষণে পথ দেখি' সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হ'য়ে সবে করিলা গমন।।৬৩৮।।
সবে ঘরে গিয়া সেই মতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ।।৬৩৯।।

গড় খাই—রাজা বা ভূম্যধিকারী প্রভৃতির প্রসাদ বা অট্টালিকার চতু পার্শ্বস্থ পরিখা।৬০৬।।

মহাঝনঝনা—মহাবজ্র।৬১৪।।

মাটিতে পতিত ব্যক্তিকে পৃথিবী অধিক নীচে পড়িতে দেন না, সহায় হইয়া রক্ষা করেন।৬২৭।।

তথ্য। ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো।৬২৭।।

দস্যুসেনাপতি দ্বিজের নিত্যানন্দ-চরণে উদ্ধারার্থ প্রার্থনা ও নিত্যানন্দ-কৃপায় প্রেমভক্তি-লাভ—

দস্যু-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দচরণে আইলা সেই মতে।।৬৪০।।
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিতজনেরে করি' শুভ দৃষ্টিপাত।।৬৪১।।
চতুর্দিকে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূত-মণি।।৬৪২।।
সেই মহাদস্যু দ্বিজ হেনই সময়।
'ত্রাহি' বলি' বাহু তুলি' দণ্ডবৎ হয়।।৬৪৩।।
আপাদমস্তকে পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প।।৬৪৪।।
হুঙ্কার গর্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে।।৬৪৫।।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা' আপনি নাচে হরষিত হৈয়া।।৬৪৬।।
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন!"
বাহু তুলি' এইমত বলে ঘনে ঘন।।৬৪৭।।
দেখি' হইলেন সবে পরম বিস্মিত।
"এমত দস্যুর কেন এমত চরিত।।"৬৪৮।।
কেহ বলে,—"মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে।।"৬৪৯।।
কেহ বলে,—"নিত্যানন্দ পতিতপাবন।
কৃপায় ইহার বা হইল ভাল মন।।"৬৫০।।

পূর্ব দস্যুবিপ্রের প্রেমবিকার-দর্শনে নিত্যানন্দের বিপ্রকে আমূলবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা—

বিপ্রের অত্যন্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া।।৬৫১।।
প্রভু বলে,—"কহ দ্বিজ, কি তোমার রীত।
বড় ত' তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত।।৬৫২।।
কি দেখিলা, কি শুনিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব।।"৬৫৩।।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন।।৬৫৪।।
গড়াগড়ি' যায় পড়ি' সকল অঙ্গনে।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় আপনা'-আপনে।।৬৫৫।।

বিপ্রের নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট আমূল ঘটনা-বর্ণন—

সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু-বিদ্যমানে।।৬৫৬।।
"এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার।
নাম সে 'ব্রাহ্মণ'—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার।।৬৫৭।।
নিরন্তর দুষ্টসঙ্গে করি ডাকাচুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি।।৬৫৮।।
মোরে দেখি' সর্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে।।৬৫৯।।
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার।।৬৬০।।
এক দিন সাজি' বহু লই' দস্যুগণ।
হরিতে' আইলু মুঞি শ্রীঅঙ্গের ধন।।৬৬১।।
সেদিন নিদ্রায় প্রভু, মোহিলা সবারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে।।৬৬২।।
আরদিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাঙ খাঁড়া-ছুরি-ত্রিশূল কাচিয়া।।৬৬৩।।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ সেইদিনে।
সর্ব বাড়ী আছে বেড়ি' পদাতিকগণে।।৬৬৪।।
একেক পদাতিক যেন মত্তহস্তিপ্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সবার গলায়।।৬৬৫।।
নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে।
তুমি আছ গৃহ-মাঝে আনন্দে শয়নে।।৬৬৬।।

আপাত দুঃখ বা অভাব দেখিয়া ভগবানের প্রতি ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিগণের অপরাধই সঞ্চিত হয়। কোন প্রকার কষ্ট বা অভাবের হস্তে পতিত হইবার পর তাহারা বুঝিতে পারে যে, তুমিই একমাত্র ত্রাণকর্তা।।৬২৮।।

কপট ব্যক্তিগণের স্বভাব এই যে, বাহিরে সারল্য ও আনুগত্য দেখাইয়া সুযোগ পাইলেই তাহারা অবৈধকার্যে প্রবৃত্ত হয়।।৬৪৯।।

হেন সে পাপিষ্ঠচিত্ত আমা'-সবাকার।
তবু নাহি বুঝিলাঙ মহিমা তোমার।।৬৬৭।।
'কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।'
এত ভাবি' সেদিন গেলাঙ সেইমতে।।৬৬৮।।
তবে কত দিন ব্যাজে কালি আইলাঙ।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাঙ।।৬৬৯।।
বাড়িতে প্রবিষ্ট হই' সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সবে পড়িলাঙ নানাস্থানে।।৬৭০।।
কাঁটা জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শিলাঘাতে।
সবে মরি, কা'রো শক্তি নাহিক যাইতে।।৬৭১।।
মহা-যমযাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ।।৬৭২।।
তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ।
করিলুঁ একান্তভাবে সবেই স্মরণ।।৬৭৩।।
হইল সবার তবে চক্ষু-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন।।৬৭৪।।
আমি সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা।।৬৭৫।।
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে' অবিদ্যা-বন্ধন।
অনায়াসে চলি' যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।।৬৭৬।।
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে ঊর্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূতরায়।।৬৭৭।।

সকলের বিস্ময় ও ভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম—

শুনিয়া সবার হৈল মহাশ্চর্য-জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সবে করেন প্রণাম।।৬৭৮।।

ব্রাহ্মণের গঙ্গায় দেহত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তে সঙ্কল্প—

দ্বিজ বলে,—"প্রভু, এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোরে নাহি ভায়।।৬৭৯।।
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিমু গঙ্গায়।।"৬৮০।।
শুনি' অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্বভক্তগণ।।৬৮১।।
প্রভু বলে,—"দ্বিজ, তুমি ভাগ্যবন্ত বড়।
জন্মজন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ়।।৬৮২।।
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভৃত্য বিনে।।৬৮৩।।
পতিত-তারণ-হেতু চৈতন্যগোসাঞি।
অবতরি আছেন, ইহাতে অন্য নাঞি।।৬৮৪।।

জীব পুনরায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার না করিলে
পতিতপাবন-নিত্যানন্দের ক্ষমা—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি।।৬৮৫।।
পরহিংসা, ডাকা-চুরি, সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর।।৬৮৬।।

পাপবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক হরিনামে উপদেশ; পাপবৃত্তি সংরক্ষণ-
পূর্বক হরিনাম-গ্রহণের অভিনয় নামাপরাধ মাত্র—

ধর্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ।।৬৮৭।।
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া।।"৬৮৮।।

অনুষ্ঠিত পাপের বিষয় যোগ্যগুরুর নিকট নিবেদন করিলে পাপিজীবের পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়; তখন আর সে পুনরায় পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। প্রায়শ্চিত্তবিধানে যে দণ্ডের ব্যবস্থা, তাদৃশ দণ্ড অঙ্গীকার করিলে মানবের ভাবি-শিক্ষা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দণ্ডিত জন দণ্ড সহ্য করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হয়। যেখানে আর পাপ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, সেরূপ স্থানে নিজানুষ্ঠিত পাপের ফল হইতে পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করা হয়। উহা নিষ্কপটভাবে বিহিত হইলে পুনরায় পাপপ্রবৃত্তির উদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। পাপ হইতে মুক্ত না হইলে পাপিজীব নিজ তাৎকালিক স্বভাবক্রমে পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হয়। দেউলিয়াদিগের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকিলে ধর্মাধিকরণের সাহায্যে যেরূপ নূতনভাবে অর্জনের শক্তি দেওয়া হয়, তদ্রূপ পরের অনিষ্টাচরণ প্রভৃতি পাপবাসনা বিদূরিত হইয়া সৎপথে জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে পাপে মন আর ধাবিত হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঐ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পূর্ব বৃত্তিসমূহ ক্ষমা করিয়া তাঁহার নবজীবন সঞ্চার করিলেন।।৬৮৫।।

আপন গলার মালা-প্রদান—

এত বলি' আপন-গলার মালা আনি'।
তুষ্ট হই' ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি।।৬৮৯।।
মহা-জয়জয়-ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ববন্ধ-বিমোচন।।৬৯০।।

বিপ্রের ক্রন্দন ও কাকুবাদ—

কাকু করে দ্বিজ প্রভু-চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া।।৬৯১।।
"অহে প্রভু নিত্যানন্দ পাতকী-পাবন!
মুঞিপাতকীরে দেহ' চরণে শরণ।।৬৯২।।
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি পাপিষ্ঠের কোন্ লোকে হৈবে গতি।।"৬৯৩।।

বিপ্রের মস্তকে নিত্যানন্দের পদস্থাপন—

নিত্যানন্দ প্রভুবর—করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তা'র মস্তক-উপর।।৬৯৪।।
চরণারবিন্দ পাই' মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ।।৬৯৫।।

সেই দ্বিজের চেষ্টায় চোরদস্যুগণের পাপবৃত্তি-পরিত্যাগ এবং চৈতন্যপদাশ্রয়—

সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ।
ধর্মপথে আসি' লইল চৈতন্যশরণ।।৬৯৬।।

পাপবৃত্তি ও অনাচার পরিত্যাগপূর্বক দস্যুগণের হরিনাম-গ্রহণ—

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি' অনাচার।
সবে লইলেন অতি সাধু-ব্যবহার।।৬৯৭।।
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ।।৬৯৮।।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দপ্রভু হেন করুণা-সাগর।।৬৯৯।।

অভূতপূর্ব মহাবদান্যাবতার শ্রীনিত্যানন্দ—

অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ 'চৈতন্য' লওয়ায়।।৭০০।।
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে'।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে।।৭০১।।

নিত্যানন্দ কৃপার মহত্ত্ব—

যোগেশ্বর-সবে বাঞ্ছে যে প্রেমবিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার।।৭০২।।
চোর ডাকাইতে হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি।।৭০৩।।
ভজ ভজ ভাই, হেন প্রভু-নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র।।৭০৪।।
যে শুনয়ে নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান্।।৭০৫।।
দস্যুগণমোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ-চৈতন্য দেখিবে সেই জনে।।৭০৬।।
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
বিহরেন অভয়-পরমানন্দ-সুখে।।৭০৭।।

সপার্ষদ-নিত্যানন্দের নবদ্বীপের প্রতি গ্রাম-গ্রামে কীর্তন-সহিত ভ্রমণ—

তবে নিত্যানন্দ সর্ব পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে' কীর্তনের রঙ্গে।।৭০৮।।

কখনও গঙ্গার পরপার কুলিয়ায় গমন—

খানচৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া।।৭০৯।।
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছিগ্রাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান।।৭১০।।

অ-বিষ্ণুভক্তি ও বিষ্ণুভক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। বিষ্ণুভক্তিতে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতা নাই; আর বিষ্ণুব্যতীত অন্যদেবের প্রতি ভক্তিতে নিজকামনার চরিতার্থতা আছে। বিষ্ণুভক্তিযোগের মধ্যেও ক্ষীণ, মধ্যম ও নিপুণ ভেদে তারতম্য আছে। হরিনাম-গ্রহণ-ফলে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয় এবং সর্বোত্তম রসে পর্যন্ত অধিকার-লাভ ঘটে।।৬৯৮।।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ ও যদি শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের আনুগত্য না করেন, তাহা হইলে চোর-দস্যুগণ সেই নির্বোধ ব্রাহ্মণকে তাহাদের শ্রেণীভুক্ত করায়; অথবা শ্রীনিত্যানন্দ চোরদস্যুগণের শ্রেণীতে উহাকে স্থাপিত করান।।৭০১।।

বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়।।৭১১।।

নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের চরিত্র—

নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন।।৭১২।।
কা'রো কোন কর্ম নাই সংকীর্তন-বিনে।
সবার গোপালভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।।৭১৩।।
বেত্র বংশী শিঙ্গা ছাঁদ-দড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে, পায়ে নূপুর সবার।।৭১৪।।
নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু-কম্প-পুলক—যতেক অনুরাগ।।৭১৫।।
সবার সৌন্দর্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সবেই করেন সংকীর্তন।।৭১৬।।
পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ।।৭১৭।।
নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও করিবারে নাহি সীমা।।৭১৮।।
তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁ'র যাঁ'র।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার।।৭১৯।।
যাঁ'র যাঁ'র সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দ-গোষ্ঠী গোপ-গোপী-অবতার।।৭২০।।
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া।।৭২১।।

কতিপয় নিত্যানন্দপার্ষদের নাম ও চরিত্র; রামদাস—

পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে কথা কয়।।৭২২।।
যাঁ'র বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁ'র হৃদয়েতে।।৭২৩।।
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যাঁ'র দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস।।৭২৪।।

মুরারিপণ্ডিত—

প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যাঁ'র খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত।।৭২৫।।

রঘুনাথ উপাধ্যায়—

রঘুনাথ-বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি।
যাঁ'র দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি।।৭২৬।।

গদাধরদাস—

প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস।
যাঁ'র দরশন-মাত্র সর্ব-পাপ-নাশ।।৭২৭।।

সুন্দরানন্দ—

প্রেমরসসমুদ্র—সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদপ্রধান।।৭২৮।।

পণ্ডিত কমলাকান্ত—

পণ্ডিত-কমলাকান্ত—পরম-উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম।।৭২৯।।

ডাকাইত—(হিন্দি) দস্যু, লুণ্ঠনকারী।।৭০৩।।

খানচৌড়া—পাঠান্তরে, "খালাছাড়া", কেহ কেহ বলেন, খানাজোড়া খানাচৌতা একডালাই 'খানাচৌড়া' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 'খালাছাড়া' বলিতে প্রাচীন নদীর খাদ, ছাড়ি-খাদ ও বুজান গঙ্গা বা খাল প্রভৃতি বুঝায়। বড়গাছি—এই গ্রাম অদ্যাপি বর্তমান এবং 'কালশির খাল', রুকুনপুর প্রভৃতি গ্রামের নিকটবর্তী। এই গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের শ্বশুরালয় অবস্থিত ছিল।

দোগাছিয়া—কৃষ্ণনগরের নিকট দোগাছিয়া গ্রাম। সেখানে শ্রীনিত্যানন্দের জনৈক সেবকের বাস ছিল।

শ্রীনবদ্বীপ—শ্রীগঙ্গার পূর্বপারে শ্রীমায়াপুরকে বুঝায়। কোলদ্বীপ বা কুলিয়া—গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত। সকল বিজ্ঞগণের মতেই বর্তমান সহর নবদ্বীপ মহাপ্রভুর সময়ে 'কুলিয়া' নামে অভিহিত হইত। কুলিয়া-গ্রামের পূর্বতটে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ। "সবে মাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়"—এই শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত বাক্য হইতে নিজ শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর—গঙ্গার পূর্বপারে চিরকালই বর্তমান এবং কুলিয়ার সংস্থান—পশ্চিমপারে চিরদিনই অবস্থিত ছিল ও আছে। এখনও প্রাচীন কুলিয়ার নিদর্শন স্বরূপ 'কুলিয়ার গঞ্জ' 'আমাদকোল', তেঘরির কোল', 'কুলিয়ার দহ' প্রভৃতি সংজ্ঞা ন্যূনাধিক বর্তমান।।৭০৯।।

সমুচ্চয়—ইয়ত্তা, গণনা, পরিমাণ।।৭১১।।

গৌরীদাসপণ্ডিত—

গৌরীদাসপণ্ডিত—পরমভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁ'র প্রাণ।।৭৩০।।

পুরন্দরপণ্ডিত—

পুরন্দর-পণ্ডিত—পরম শান্ত-দান্ত।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত।।৭৩১।।

পরমেশ্বরীদাস—

নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরীদাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস।।৭৩২।।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—

ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত—বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্বক্ষণ।।৭৩৩।।

বলরামদাস—

প্রেমরসে মহামত্ত—বলরামদাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ।।৭৩৪।।

যদুনাথ কবিচন্দ্র—

যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয়।।৭৩৫।।

জগদীশ পণ্ডিত—

জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতির্ধাম।
স-পার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁ'র ধন প্রাণ।।৭৩৬।।

পণ্ডিত পুরুষোত্তম—

পণ্ডিত পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম।।৭৩৭।।

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গিগণ----কৃষ্ণলীলায় গোপগোপী এবং নন্দের পরিবারবর্গ।।৭২০।।

শ্রীনিত্যানন্দের পার্যদ-সঙ্গিগণ কৃষ্ণলীলা-কালে যে-সকল নামে পরিচিত, শ্রীনিত্যানন্দ স্বীয় ভক্তগণকে বর্তমান-কালে তাহা সর্বসাধারণ্যে আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তগোষ্ঠীতে গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দপার্যদগণ কৃষ্ণলীলায় যে যে অভিধানে অভিহিত হইতেন, তাহা শ্রীকবিকর্ণপূর-লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নামক গ্রন্থে ভক্তগোষ্ঠীর জন্য উল্লিখিত আছে।।৭২১।।

শ্রীনিত্যানন্দ-পার্যদশ্রেষ্ঠ রামদাস সকল সময়েই স্বীয় বিষয়বিগ্রহোচিত ভাষায় আলাপ করিতেন; তথাপি তিনি শঙ্কর-মতাবলম্বী মায়াবাদী ছিলেন না। অনেকে বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে 'অহংগ্রহোপাসক' বলিয়া ভ্রম করিতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রামদাস ভগবৎকাম-পরিতর্পণের জন্য সর্বক্ষণ সেবোন্মুখ ছিলেন। মূঢ় মায়াবাদিগণ জীব-ব্রহ্মৈক-বিচারে ভক্তের চেষ্টা বুঝিতে পারে না। শ্রীরামদাস কোন সময়ে তিনমাসকাল স্বীয়-দাস্যভাব গোপন করিয়া অবস্থান করায় কৃষ্ণ রামদাসের শরীরে আবিষ্ট হইয়া তিনমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। এই ঘটনার ছলনায় যদি কেহ কৃষ্ণের ন্যায় স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তবে তাহার নরকলাভ অবশ্যম্ভাবী। রামানন্দি সম্প্রদায়ের অনেকেই অহংগ্রহোপাসনার অনুগমন করেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ন্যূনাধিক মায়াবাদ স্থান লাভ করায় চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত সকল বিষয়ে সমত্ব স্থাপন করেন না।।৭২৪।।

তথ্য। রামদাস----চৈঃ চঃ আদি ১১।১৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭২৪।।

মুরারি পণ্ডিত----চৈঃ চঃ আদি ১১।২০ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭২৫।।

রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায়----চৈঃ চঃ আদি ১১।২২ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য'-দ্রষ্টব্য।।৭২৬।।

গদাধর দাস----চৈঃ চঃ আদি ১০।৫৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭২৭।।

সুন্দরানন্দ----চৈঃ চঃ আদি ১১।২৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭২৮।।

গৌরীদাস পণ্ডিত----চৈঃ চঃ আদি১১।২৬ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩০।।

পুরন্দর পণ্ডিত----চৈঃ চঃ আদি ১১।২৮ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩১।।

পরমেশ্বরী দাস----চৈঃ চঃ আদি ১১।২৯ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩২।।

ধনঞ্জয় পণ্ডিত----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩১ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩৩।।

বলরাম দাস----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৪ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩৪।।

পূর্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি।।৭৩৮।।

দ্বিজ কৃষ্ণদাস—

রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ-কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ-পারিষদে যাঁহার বিলাস।।৭৩৯।।

কালিয়া-কৃষ্ণদাস—

প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে।।৭৪০।।

সদাশিব-কবিরাজ—

সদাশিব-কবিরাজ—মহা-ভাগ্যবান্।
যাঁ'র পুত্র—পুরুষোত্তমদাস-নাম।।৭৪১।।

পুরুষোত্তমদাস—

বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁ'র হৃদয়ে বিহরে।।৭৪২।।

উদ্ধারণদত্ত—

উদ্ধারণদত্ত—মহা-বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার।।৭৪৩।।

মহেশপণ্ডিত ও পরমানন্দ উপাধ্যায়—

মহেশপণ্ডিত—অতি-পরম মহান্ত।
পরমানন্দ-উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত।।৭৪৪।।

গঙ্গাদাস—

চতুর্ব্ভুজপণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস।।৭৪৫।।

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ—

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার।
পূর্ব্ব রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যাঁ'র।।৭৪৬।।

পরমানন্দ গুপ্ত—

প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয়।
পূর্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের আলয়।।৭৪৭।।

বড়গাছির কৃষ্ণদাস—

বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস।।৪৭৮।।

কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ ও আচার্যচন্দ্র—

কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্যচন্দ্র—নিত্যানন্দগতি।।৭৪৯।।

মাধবানন্দঘোষ—

গায়ন মাধবানন্দঘোষ মহাশয়।
বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেম-রসময়।।৭৫০।।

শ্রীজীবপণ্ডিত—

মহাভাগ্যবন্ত জীব-পণ্ডিত উদার।
যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার।।৭৫১।।

শ্রীমনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস ও দেবানন্দ—

নিত্যানন্দ-প্রিয়—মনোহর, নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—এই চারিজন।।৭৫২।।
যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে।
শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে।।৭৫৩।।

যদুনাথ কবিচন্দ্র----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৫ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩৫।।
জগদীশ পণ্ডিত----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩০ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩৬।।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩৭।।
দ্বিজ কৃষ্ণদাস----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৬ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৩৯।।
(কালিয়া কৃষ্ণদাস) কালা-কৃষ্ণ----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৭ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪০।।
সদাশিব কবিরাজ----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৮ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪১।।
পুরুষোত্তম দাস----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩৮ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪১।।
উদ্ধারণ দাস----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪১ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪৩।।
মহেশ পণ্ডিত----চৈঃ চঃ আদি ১১।৩২ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪৪।।
পরমানন্দ উপাধ্যায়----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৪ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪৪।।

সহস্র সহস্র একো সেবকের গণ।
সবার চৈতন্য-নিত্যানন্দ ধন-প্রাণ।।৭৫৪।।

নিত্যানন্দ-কৃপায় সকলেই আচার্য—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে তাঁহারা গুরু-সম।
শ্রীচৈতন্য-রসে সবে পরম উদ্দাম।।৭৫৫।।
কিছুমাত্র আমি লিখিলাঙ জানি' যাঁরে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে।।৭৫৬।।

গ্রন্থকার-ঠাকুর বৃন্দাবনের আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দের শেষভৃত্যরূপে পরিচয়-প্রদান—

সর্বশেষভৃত্য তান—বৃন্দাবনদাস।
অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত।।৭৫৭।।
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যাঁ'র ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী'।।৭৫৮।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।৭৫৯।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ-চরিত-বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়।

গঙ্গাদাস----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৩ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪৫।।

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪২ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪৬।।

পরমানন্দ গুপ্ত----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৫ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪৭।।

কৃষ্ণদাস (বড়গাছি নিবাসী)----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৭ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪৮।।

কৃষ্ণদাস----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৬ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৪৯।।

মাধবঘোষ----চৈঃ চঃ আদি ১১।১৫ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৫০।।

বাসুদেব----চৈঃ চঃ আদি ১১।১৫ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৫০।।

জীব-পণ্ডিত----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৪ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৫১।।

মনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ----চৈঃ চঃ আদি ১১।৪৬ সংখ্যা ও 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।।৭৫২।।

গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর পিতৃকুলের পরিচয়ে ভক্তিমানের বংশে উদ্ভূত বলিয়া পরিচিত নহেন; পরন্তু পরম গৌরভক্ত মাতামহের পরিচয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জননী শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এই নারায়ণী-নন্দন শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সর্বশেষ ভৃত্য।।৭৫৭।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।